সূচীপত্র

ভ্রম সংশোধন : পৃষ্ঠার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি ঐ পৃষ্ঠারই শেষ পঙ্‌ক্তি হবে ৬২
তৃতীয় স্তবকে হবে—জন্মমৃত্যু রমণীর চুম্বনে, বৃষ্টির দাঁতে ১

কেয়াকে

অন্যজন্মে, এবার বিদায়

যেন সুখ যেন দুঃখ, সুখদুঃখাতীত যা অস্তিত্ব সেই
মৃত্যু নিয়ে ঘুরি,
নামহীনতার মধ্যে, অনামা অসংখ্য পদচারীদের মধ্যে চলাফেরা
যা আমার চিরদিন, যা আমার মুহূর্ত, অথবা যার অন্য নাম
জীবন যৌবন

সকলেই বিবাহ মিছিলে যাবে হাতে রক্তগোলাপস্তবক, নাকি
কেহই যাবে না
হৃদপিণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হাতে হাত উল্লাস শোণিতে ?
সব হাতগুলি
আমি যে হাত নিজের হাতে আবেগের চাপে
মন দিতে-নিতে চাই
তারই চতুর্দিকে ঘেরা শস্ত্রপাণি, অশ্লীল উল্লাস, খুন
ট্যাঙ্কের চাকার ফিতা দুমড়ে দিয়ে চলে যায়
মন. নিধুবন
বোমারুর বীভৎস পাখার তলে শিউরে ওঠে
বাংলা ঘর, কলাথোপ, তলতা বাঁশঝাড়

জন্মমৃত্যু। রমণীয় চুম্বনে, বৃষ্টির দাঁতে
রৌদ্রের পরুষ হাতে,
যে-দেহ কেমন ডাঁটো হয়ে উঠেছিল, ঐ
সে ফুটে উঠেছে জ্বালা আমাদের আশা-নিরাশার আলে
রক্তজবা, অস্ত্রাঘাতে রক্তপাতে
আমাদেরই অকৃতার্থ আরেক যৌবন ॥

জননীগর্ভের ঘন অন্ধকার, টিব টিব নিয়ত জলে জলপতনের শব্দ—
যেন-বা নির্ঝর
গুহার রোমশ কিন্তু নির্দ্বিধ আশ্রয়, মৃত্যু, জন্ম নেওয়া জন্ম দেওয়া
আকাশের বজ্রবৃষ্টিঝড়
পল্লবের তলে যেন শৃঙ্গার নৃত্যের তালে ছায়া ও রৌদ্রের লীলা,
আর তা'রই অন্তরালে স্বয়ংবর
অন্যকোনো পাণ্ডুলিপি রচনায় মনোযোগী
আমাদের বেড়ে ওঠা মন বা মনন।

দিনরাত্রি কেবলই সংশয়, সন্ধ্যা মুখের উপরে ছায়া,
চোখের কোলের ছায়া, ক্লান্তি ও বিষাদ
এবং ঘাতক দিন রক্তচক্ষু মর্মমূলে প্রোথিত আমূল রৌদ্র
নরক দাউ দাউ তাপে তিক্ত কষাস্বাদ

কোন আঁচলের তলে সবুজ সোনা ও লালে
উদ্ভিন্ন স্তনের বোঁটা
বেগুনি-কমলা থেকে পাকা জামে কোমল কৃষ্ণাভ হয়ে ওঠে বাংলা দেশ
ডাবের ভেতরে সদ্য জমে ওঠা শাঁসের আলস্যে আসে ঘোর হয়ে
সমাপ্তি কৈশোর বাংলা দেশ

উষ্ণতায় কলকাতায় উড়ে চলে যায় দিনগুলি
জুতোর কাঁটা ও খোয়া উঠে ছড়ে যায় রাস্তা, আরেক বাংলায়
ডবল ডেকারে চাকা গুর-গুর আলস্যে ঘুরে চলে যায় ধোঁয়ার দমকে
ছুরি, বিস্ফোরণ, গুলি, জিন্দাবাদ, দেয়ালে পোস্টার সব তুড়ি দিয়ে
মানিকতলা স্ট্রীটে গীর্জা ঘেঁষে জ্বলে উঠলো হেসে
হৈ হৈ কিশোরী কৃষ্ণচূড়া

এরও নাম বসন্ত
ফাল্গুন চৈত্র

এরই নাম

অর্ন্ত বাংলাদেশ

যেন সুখ যেন দুঃখ,

কবে প্রেম এসেছিলে, ঠোঁটের ফাটলে কবে রেখেছিলে

এক ফোঁটা শিশির

যেন দুঃখ যেন সুখ

রমণী, তরুণ দিন, দিগন্তে পতপত কালো নিশান উড়িয়ে শোক,

অগ্নিগর্ভ, বৈশাখের মধুর রঙ্গিনী

প্রণাম প্রণাম আশা, নমস্কার ভালোবাসা সেলাম বয়স

ফের দেখা হবে, ফের দেখা হবে

ঘাড়ের উপরে নড়ছে রুপালী চাবুক নাকি ব্যজনচামর থেকে

খসে পড়া সুতো, নাকি জরির তবক-তার দক্ষিণ বাতাসে

বাষ্প দূর সমুদ্রের লোনা ফসফরাস ঝিকিমিকি

চালনা নাকি চট্টগ্রামে

মৌসুমী হাওয়ায় শির শির

আভূমি প্রণাম, যাই

ফের দেখা হবে প্রেম

ফের দেখা হবে

বাংলা দেশ ।।

মা আমার বাংলাদেশ

মাচা না পেঁটরার তলে পড়েছিল হাঁসুয়া-না-বল্লমের ফলা,
ঐ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শত পাকে
স্বচ্ছল দিনের শেষ চিহ্নটুকু আঁকড়ে ধরে
ঘাটের পইঠায় বসে অশ্রুর আভাসে
মা আমার বাংলাদেশ কেমন ঝক্‌ঝকে করে ঘসে তুলছে তাকে,
জলের চিকন ছোঁয়া হাওয়ার দমকায় দোলে দণ্ডকলসের ফুল
গন্ধভাদালের ঘন ঘাসে।

শান্ত দিঘি, ভাঙা ঘাট,
মা আমার বাংলাদেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফলা মাজে।

মধ্যদিন, রৌদ্র কাঁপে আমের গুটিতে, মণিবন্ধে নাচে জলচুড়ি
চোরা ঢেউয়ে ছলছলাৎ ঘাট,
একেকটি দিনের দুঃখ মর্মরিত গাছের শাখায়,
কচি কলাপাতে দীর্ণ শুয়ে আছে
নালতে শাক, ওগ্‌গর চালের ভাত, মৌরলা মাছের ঝোল,
বাড়ির গাইয়ের দুধ, এমনই স্বরাট

শ্মশানে অনেক ছাই, শূন্য ভিটা, ইঁদুরের মাটি, সদ্য খরিসখোলস, উইঢিবি,
গোরুর গাড়ির চাকা তেলহীন যন্ত্রণায় গ্রামজোড়া গোরস্থান আহ্নিক গতিতে
ঘুরে যায়,
কোমল মাটির খুরি চ্ছসিত শোণিতে ঐ অভিমন্যুদেহ কোলে সুভদ্রা না
সমস্ত পৃথিবী
সদ্যজাত বাছুরের টলমল দাঁড়ানো দেখে
স্নেহার্দ্র সে বিশালাক্ষী,
প্রতিরক্ষা তীক্ষ্ণ শিঙে, গম্ভীর হাম্বায়

মা আমার বাংলাদেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাদ-ময়লা মোছে তারই
ও-কি মরচে জ্বলে যাওয়া অঙ্গারকুসুম
খর খড়্গে ঝকমকায়, ওকি
খরশান শুদ্ধ তরবারি !

নির্বাসনে কয়েক দশক

হঠাৎ হাওয়ায় কেঁপে ওঠে হাড়, শীত, যে স্বদেশে রৌদ্র প্রোথিত,
যে মাটি গ্রীষ্মমূল

রাত বাড়ে। শেষ বাসে বাড়ি ফিরতে শার্সি বন্ধ গুমোটে আশ্রয়,
বাইরে জ্যোৎস্না দাঁতে ঠাণ্ডা ধার,
দেখতে পাচ্ছি ভীতু বাতি নিয়নে শায়িত বাহু, শির শির আঙুল
এবং স্টপের শূন্যে ফুটপাথের ঘেঁষাঘেঁষি ঘুমের ঈর্ষায় চাঁদ একা ঝুলছে
নাকি গৃহে গৃহহীন, কড়িকাঠে মধ্যরাত
নেমে আসে ট্যারানটুলা, সিলিংফ্যানের ঠাং-এ
নীচে খোলাচোখে কে প্রেমিক
নাকি কবি, নাকি খেপে-খেপে জল বেড়ে-ওঠা শ্রমের অকেজো ভাণ্ড,
যোজনাব অলেখা বেকার ?

ডিসেম্বর। ক্যারলের অর্গানে যা ক্রিসমাস. আমাদের অঘ্রানপউষে
গাঁদাগুলঞ্চ দোপাটি নিমফুল
বুকের মধ্যের একই পেণ্ডুলামে দিনরাত্রি, রক্তের চাপের তলে একই টার্বাইন
দৌড়ে চলে যাচ্ছে জন্মমৃত্যুর নিয়তিঠাসা, ডবলডেকার ট্যাক্সি ভোঁপ ও
চাকার রাজ্যে
আ জীবন আ সৌরভ
অথবা মাঠের মধ্যে ঝোলানো চাঁদের ক্রুদ্ধ মার্কারি ল্যাম্পের তলে
সন্তোষ, যন্ত্রণা

প্রথম যৌবনে সেই কেরিনে চুড়ি ও চামচে টুং টাং বা
মিছিলে টিয়ার গ্যাস ফাটার মুহূর্তে কলরব,
এবং এমনি গেল, চলে যায়, বয়সীবিদ্রোহ
হা চলেছ কোথায় মিলন
হা চলেছ কোথায় বিরহ
পুনরাবর্তনে এসে চলে যাও বিদ্যুৎবাহিত রাত্রি, বিদ্যুৎবিদীর্ণ জীর্ণ দিন

বোধ এসে অন্ধকারে বাড়ির জানলার পাশে মধ্যরাতে ফিসফাস বিষাদ
সব ভালোবাসা তোরা কার হাতে রেখে যাবি, রেখে চলে যাস,
হায়রে ঈশ্বর, নাকি দেব ও দেবীর মুখ পটে ও সস্তার ফ্রেমে
বরদানে বিভাতি বিস্বাদ
সেকি শুধু দিনযাপনের নয় ? নয় সে-কি পায়ের তলায় হলদে ঘাস,
এবং উদাস দিনরাত্রি নয় ঋতুচক্রে তাপে শৈত্যে
যন্ত্রণা ও নির্বাপণ,
দাঁতের ফাঁকের ভুক্ত লেগে থাকা মাংস, যাকে
জিহ্বার তাৎপর্যে অন্বেষণ ?

আমার বুকের হি হি হঠাৎ হাওয়ার ফোঁস
হাঁ-মুখ গুহার মধ্যে
নাকি তা গাছের মাথা দুলিয়ে উদাসী চলে যাওয়া,
সেই দমকা একা দীর্ঘশ্বাস

ডিসেম্বর। বছর চলেছ, যাও, বয়সের শক্ত গিঁঠ খুলতে খুলতে
দু-হাতে, দু-পায়ে, রক্ত-মাংসে
আছি নির্বাসনে, দীর্ঘ নির্বাসন ॥

করুণা হে

অবশেষে বৃষ্টি এলো, খোলায় গরম বালি ছিটকে দিলো
খৈ-নাচানো ছটফটে বিকেল,
মেঘে মেঘে বিদ্যুতের লূতা-উর্ণা নাকি অ্যানটেনায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলো
শহীদ মিনার একা মাথায় রেখেছে এক দুঃখের আকাশ
দিগন্ত কেবল শুকনো মণিবন্ধে যৌবনের গিল্টি-ওঠা তামা

খোলা জিব
হাইড্রান্টের ঘোলা জলে পাগলা কুকুর,
পার্কের আড়ায় ঝাকামুটের নির্বোধ ঘুম,
ব্রিজের তলায় কাদা স্নান পুণ্য পোড়া-কাঠ ফুল
এবং ট্রামের চাকা বাসের ধমক লোহা-ইস্পাত গুম গুম
দিনগুলি এইসব নিয়ে দিনগুলি
কখনো-বা ডাকভাণ্ড ডাকাবুকো জোয়ান আকাশে খাসজমি দখলের হাঁক
বজ্রপাত, তারপর পোড়া ডিজেলের গন্ধে
উড়ে যায় দমকা হাওয়া, স্মৃতি খড়কুটো, চূর্ণ ধূলি
চকমক চকমকরামপুর
কিংবা হুমনিয়াপোতায়

অবশেষে বৃষ্টি এলো
আ সুন্দরী প্রথম ফলের-ঋতু লজ্জায় ফাটিয়ে তোলা লাল কৃষ্ণচূড়া
পাতায় বাল্যের ধুলোখেলা শেষ
এইবার চকচকে সবুজ ইন্দ্রজাল
কেবল দেহের বাঁকে এখানে পিঙ্গল গুচ্ছ
ওখানে পাতার স্কার্ট ঠেলে জেগে উঠেছে স্তবক
বৃষ্টি এলো শিউলি ঝরে যাওয়া যেন ডালে নাড়া পড়ার আবেগে
নাকি সেকেণ্ডারি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে বৃষ্টি জাপটে ধরা সাদা শাড়ি

সাদা ব্লাউজের তলা থেকে
জেগে ওঠে চাঁপা রঙ
সেই যুথি সেই বেল ফুল

বৃষ্টি এলো কলকাতায়, প্রথম বৃষ্টির সন্ধ্যা
হকার্স কর্ণারে চালা চুঁয়ে, খোলা নর্দামা ও নালা ছুঁয়ে
বেলেঘাটা, নারকেলডাঙায়,
বড় বড় গাও ধরে ডবল ডেকার মেঘ, ট্যাক্সির ক্বচিৎ জল ছিটোনো পশলায়
কলেজ স্ট্রীটে বুকে বইখাতা চেপে লাইব্রেরি থেকে ফিরতে
রুক্ষ চুলে বৃষ্টি নিয়ে বিদ্যুৎবালিকা

কেবল পথের মোড়ে স্থ-সাইন ধ্বস্ত মুখ
দেশের বিশাল বুকে হয়ে যেন ভিখারিণী ফাটা হাতে
শুষে নিলো বৃষ্টিফোঁটা
চোখে দিলো, মুখে দিলো, মনে পড়লো
দূর গ্রামে, ছায়ার মতন কারা চ্যাটালো ভুপায়ে কাদামাখা
চলে যায় আলে আলে, হেট-হেট গরুর পিছনে
মাথার উপরে যেন ঈশ্বরের রথচক্র ঘুরে চলে ঘর্ঘর, গুড়ুম
ঋতুগুলি, মাসগুলি, দিনরাত্রিগুলি
জন্ম প্রজনন মৃত্যু বপন নিড়ানো শস্য খরা বৃষ্টিপাত

করুণা হে, করুণা, বৃষ্টি হে ॥

মুখ তুলে তাকালে কি

মুখ তুলে তাকালে কি বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি হয়
নামালে বিদ্যুৎ
বুকের ভেতরে ঝড় মুচড়ে ওঠে, গাছ লতাপাতা দুমড়ে যায়
ডাঙার উপরে ফণাস্ফীত ঢেউ আছড়ে পড়ে ভাঙে
এমন বুকের মধ্যে
স্মৃতি ও আশার বনভূমি
ক্বচিৎ রৌদ্রের সোনা
চিকনপাতার ঝলমলানি

এমন বুকের মধ্যে
লতা ফুল
মধ্যরাতে বাদল ঝমঝম মেঘে বিদ্যুতের দাঁতে
চমকে ওঠে ভেজাসিঁথি পায়েচলা পথ
তুমি দেখতে পাও
দেখতে চাও· ····?
কি করে বাবলা কাঁটা চোখের মণির মধ্যে বিঁধে থাকে, চাও ?
এখন মুখের পরে শেষ রোদ,
নাকি আগুনের আঁচ, রাঙা

এখন আঁচলে শুধু কুড়িয়ে বাড়িয়ে দুঃখ সুখ
হাসি অশ্রু, ভিখারী শিশুর পাতা হাত

কাঁটাগুল্ম পায়ে পায়ে তোমারই সম্মুখে
শুয়ে আছে পথ

মুখ তুলে তাকালে কি বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি হয়
নামালে বিদ্যুৎ

রাক্ষসী বধূ রে

বলেছিলে কথা ছিল কৈশোরউত্তীর্ণ সেই মঞ্জরী বেলায়

বিবাহের রঙে রাঙা আকাশে চৈত্রের সন্ধ্যা

সূর্যোদয় সূর্যাস্তের নহবতে আচ্ছন্ন সানাই

তখন উড়ন্ত লাল আঁচল, বুকের মধ্যে মনে হতো,

কালিন্দীব ঢলে ভরাপাল

তখন সামান্য দৃষ্টি ঝলকে ঝিকিয়ে উঠতো

তাজা ত্বক মাংস চিরে ছুবি

এমনি ঘুরন্ত ছিল হাওয়ার তুরন্ত ঘূর্ণি

দিনরাত্রি আসন্ধ্যা সকাল

এখন কি বেলা যায়, যৌবনবাসরে বেলা যায় ?

এখনো কি কৈশোরবেলাব, স্বপ্ন সহচরী,

কে জানে. তেমনি করে শস্যেব স্বর্ণাভ রঙে

মাটির গোপন রসে

স্বাদে গন্ধে প্রতিমা বানাই ?

কি কথা কি কথা ছিল রাস্তাব মোড়েব বাঁকে হঠাৎ তোমার

উড়ন্ত ঝিলমিল শাড়ি, অন্য যুবকেব সঙ্গে হেসে চলে যাও

আমারও বয়স বাড়ে

ক্রমশ চশমার কাচ পুরু হয়

ব্যাপারীর কাছে হাটে হাঁটা-চলা

কেবলই নোঙর ফেলা, কেবলই দিনের ভারি নৌকা গুণ টেনে চলা

এ ঘাটে ও ঘাটে

ট্রাফিক-জাম শবযাত্রা জন্মমৃত্যু হাসপাতাল

দেয়ালে ছয়লাপ লেখা উদ্ধত তর্জনী নিয়ে রঙিন পোস্টার

মাঝে মাঝে মনে হয়
ছিন্নমস্তা
আপন শোণিতে জিহ্বা চাটে

কখনো মিছিলে, রাজভবনে শপথগৃহে, ব্রিগেডে উৎক্ষিপ্ত হাতে
মশালে জ্বলজ্বল
সর্বনাশী, মুখের আদল

কখনো ঠোঁটের বাঁকে ভাঙাঘব গেরস্থালি সাজাবার ছল
এ উঠোনে ও দাওয়ায় গাছকোমবে দৌড়ে ফে:বা
কখনো কপালে ও-কি উনুনের নাকি বোমা-কার্তুজেব ছাই
গুরুগুরু গুরুগুরু বুকেব ভেতবে ধামসা
বেনামা জমিতে ফাটাপায়ে নাকি অলক্তকে পাঞ্জাছাপ
কখনো স্মৃতির মাঠে ফোঁটাফোঁটা অকৃতার্থ
অবিবাম বিমঝিম বাদল

বলেছিলে কথা আছে, কথা সাঙ্গ হয় না, হলো না
যৌবনঘাতিনী হয়ে· বিজয়িনী নাকি হিংস্র খুনি
বলেছিলে কথা ছিল, কথা সাবা কখনো হলো না
তুমি ঠিকই বয়ে যাও চঞ্চলা তরুণী
বলেছিলে কথা হবে, কথা আব হবে না হলো না
মণিবন্ধে ঝলসে ওঠে আমাদেবই বক্তফোঁটা চুনি,
বলেছিলে কথা আছে, হায় কথা, না, শোনা হলো না
কেবল বুকের মধ্যে দ্রুত ঘোড়সওয়াবেব অশ্বক্ষুব শুনি

এখন আমার হাড়ে নোনা ধরে, মাংসপেশী শ্লথ হয়ে আসে
এখন হৃদপিণ্ডে দিনযাত্রা তমস্বিনী রাত্রি
স্রোতোধারা চলে যায় কোন অনস্থিতি পাবে কালিন্দীবিলাসে
শেষ আশা, তুমি রক্তআঁচলের বিদীর্ণ সুতোয় শব ঢেকে
চলে যাবে নতুন উৎসবে

যেন দগ্ধ বুধাখালি চন্দনপীঁড়ির মাঠ
ডুবিরভেড়ির ঘাট
হাজং পাহাড়
পড়ে থাকে সবুজ শ্যামলে, মাটি
আবার আদর করে বুকের গভীরে থোয়
রক্ত মাংস স্নায়ুপুঞ্জ হাড়

রাক্ষসী বধূ রে, তোর সঙ্গে কোন উৎসবের অঙ্গনে
আবার দেখা হবে ?

প্রশ্ন ও উত্তর

বিষাদিত ?
প্রশ্ন তোলো।
শূন্য ?
প্রশ্ন করো।
এখন মোক্ষম প্যাঁচে দ্রুত সুতো ছুটছে ঘুরছে শব্দের লাটাই
পশ্চিম···পশ্চিমে তবু যতদূর ওলটপালট লাল ঘুড়ি
ততদূর নদী পাখি শিশু ও সঙ্গীত
দিগন্তে গা-ঘেঁষে ঝাঁকড়া-মাথা গাছে উড়ন্ত কা কা-র অন্ত পিঠে সেই
লাল ঘুড়ি মাটি থামচে নামে
তখনি মুঠোর মধ্যে ছটফট ফড়িং হয়ে জনপদ গ্রাম
তখনি নাপাম গ্যাস রকেট বুলেটে ভিয়েতনাম
তখনি দুর্গন্ধে মর্গে সুহার্তোর দাঁতে নখে শহীদের চর্বি ও শোণিত

ফাঁসির দড়িতে মোম যে মাখাচ্ছে সেও ইতিহাস
রাইখস্ট্যাগে লাল স্বপ্ন যে ওড়ালো সেও ইতিহাস

দু-ইঞ্চি মাটির জন্য ভাইয়ের বুকের দিকে বন্দুকের তাকও ইতিহাস
যে ললাট চুম্বনের অভিষেকে কদম্বে রোমাঞ্চ হতে চায়
সেখানে এখন খাঁ খাঁ চষা মাঠ
দীর্ঘটান রেখায় রেখায়

বিষাদিত ?
প্রশ্ন করো।
একা
প্রশ্ন করো ?

আমি নুয়ে মাঠ থেকে পান্না-না-ঝিকমিক মুক্তা
ঘাসের ডগায় ছুঁয়ে
চলে যেতে ধরা পড়ি প্রশ্নের শিকলে
মুক্তা নয় পান্না নয়
রাত্রিব নক্ষত্রচূর্ণ নয
তপ্ত দীর্ঘশ্বাসগুলি ঠাণ্ডা হয়ে স্নিগ্ধ বিন্দু জলে ঝলমলায

আদিগন্ত অফুরান নীল ও শ্যামলে চলে এলে
প্রশ্নেব উত্তব মেলে
ঘনবন অন্ধকার ঠেলে দূর চক্রবালে মেঘেব বোল্ডারে গুঁড়ি মেবে
উঠে আসছে হা হা নীল শূন্যতায়
জ্যোৎস্নার রাইফেল কাঁধে চাঁদ

শূন্য আলে বিষণ্ণ প্রান্তবে একা
পতিত জমিনে চোখ রেখে
দীর্ঘশ্বাসে হাওযা হাঁটে
ওড়ে
ধিকি ধিকি প্রশ্নের আগুন নিয়ে তুষ

মানুষ হে কোথায় রয়েছ
মানুষ মানুষ ॥

সঞ্চয়ের নামে

মনেরও কি আয়না থাকে? ক্যামেরার ক্লিকে রয় স্থির হয়ে ছুটন্ত সময়?
দীর্ঘ প্রবাসের পর বন্ধ ঘর খুললে ও কে হঠাৎ সুইচ টিপলে ফ্ল্যাশে ঝলসে ওঠে
পোকাকাটা রঙজ্বলা ফোটোগ্রাফে, ঝুল-কালির অন্তরালে নিঃশব্দ নিশ্চুপ?
আমি নই, আমি নই, অন্য কেউ
আরে দুঃখী অবুঝ অসহ্য বর্তমান ও কেবল প্রত্ন প্রাসাদের স্মৃতি,
সময়হীনতা নিয়ে সাময়িকতার দাঁতে ধিক্কার বিদ্রূপ।
অথচ মনেরই মধ্যে ঘোরাফেরা, জংলা কাঁটাগুল্মে বেড়া, পায়ে চলা পথ,
হিজলের অন্ধকার ঘেরাটোপ পার হলে উধাও মাঠের পারে আততায়ী চাঁদ,
হঠাৎ পতাকা ঠাসা সমুদ্রে গর্জন, বাষ্প, হেলমেটে হেলেমেটে ঠেকে বজ্রধ্বনি,
উৎক্ষিপ্ত ব্রেকার,
রাস্তায় রক্তের দাগ, অপরাজিতার নীলে শিশিরে টলটল ফোঁটা
বিশালাক্ষী প্রেম,
স্বপ্ন, স্বপ্নের আবাদ।

সমস্ত বিষাদ আমি
কুয়াশাব্যাদিত আর্ত চাঁদে রেখে ছায়াচ্ছন্নতায়,
মাথায় মেঘের ছাতা হেঁটে যাই, স্মৃতিচারণার নামে, এমনই উৎসার

মনের কোথায় যেন পুতুল নাচের সুতো ছিঁড়ে যায়, মঞ্চ জুড়ে শুধু
হুমড়ি খেয়ে পড়া নট, ফ্রিজ ছবি উত্থিত হাতের মুঠো,
জট পাকানো পটুয়ার আঙুলে, জঞ্জালে।
দ্রুত হেঁটে চলে যায় উঁচু সড়কের পথে
ধুলোয় ধূসর পায়ে অজস্র অসহ্য মুখ। এ জন্মের সুখ।
নীচু মাঠে বৃষ্টি পড়ে, সবুজ শিখায় শস্যশিশু দোলে, ফণা খোলে, জ্বলে ওঠে,
উবু হয়ে উদলা পিঠে শাক শাপলা চাষী বৌ খুঁটে তোলে উচ্ছ্বসিত আলে।

কে জানে মনের কথা, মনই জানে কিনা আ রে মন হাঁ রে মন
জন্ম জন্ম চলে যায়, প্রজন্মে নতুন শিশু হাসি ও ধিক্কার,
কোটাল বন্যায় বানভাসি এক ডুবন্ত কবির হাতে থাকে
দু-একটি কবিতা, স্মৃতি, কোনোটা-বা ঝুঁটা মুক্তা, কোনোটা বৃষ্টির ঝাপটা,
নারীর কোমল চোখ, শস্য ও শিশুর স্বাদ
হাসি অশ্রু ইত্যাকার শেষ খড়কুটা।

সময়, দুঃসময়

হঠাৎ ইঁদুর দৌড়ে ঝুলে পড়ে ডায়ালে কাঁটায়
স্থির একা নিরুপায় পেণ্ডুলাম দোলে
সময় কি ঢিল দেয় অলক্ষ্য হাঁটায়
বালি ঝরে যায়
বালি ঝরে যায়
বুকের মধ্যের দরজা খোলে বন্ধ হয় ফের খোলে
কেন খোলে ?

চোখ বুজলে শুনতে পাই, যেন দেখতে পাই
হুস হুস এঞ্জিন যায় ঐ স্টেশন ছেড়ে কোন দূরে
দাঁড়ায় না রঙন-ঝোপের লাল-ঝলক টালির ইস্টিশনে
আমি দেখতে পাচ্ছি, কথা লোফালুফি খেলছি মনে মনে
ক্রোধ হিংসা ভালোবাসা বিকীর্ণ জানলার মুখে উদ্ভাসিত উচ্চারণ
বুকের স্পন্দনে
যাই, যাচ্ছি, যাই
ফিরে আসবো, যাই

ব্রিজের মাথায় সিটি

ঘুম ঘুম চোখে আড়মোড়া ভাঙে দূরের জংশন।

চমকে জেগে মধ্যরাতে বালিশে উদ্‌গ্রীব কান

টিবটিব টিবটিব

দূর থেকে ভেসে আসে হঠাৎ করুণ একা ট্রেনের হুইশিল

চোখের ভিতরে আছো দৃশ্যাতীত ওহে দৃশ্যে পরিদৃশ্যমান

বুকের স্পন্দন থেকে দূরতম নক্ষত্রনিখিল,

স্ফীতপালে একা স্পেস্‌শিপ

এবং তরঙ্গভঙ্গে যুগ যায়, ডোবে ভাসে সোলার টোপর সিঁথি-মৌ

শ্মশান চুম্বন ফুল

চুম্বন শ্মশান ফুল

ফুল ও চুম্বন বা শ্মশান

সিনেমার স্পুল-গাঁথা জীবন-সংসার, আর

প্রভাতে সন্ধ্যায় দেখা দিগন্তে পরায় লাল ফোঁটা কোন অদৃশ্য আঙুল

সময় থিক থিক বালি পেয়ালা পিরিচে বিছানায়

সময় ঝিকমিক ঢেউ দুলে দুলে রৌদ্রপাতে যায়

কার পায়ে

কার পাসে

আমিও শুধাই

হে সময়, হে দুঃসহ নিরবধি হে চলেছো হে না-থামা

হে রক্তের ব্যাদিত হাঁ-মুখ ঢেউয়ে ক্ষণে ক্ষণে চূর্ণ প্রতিবিম্ব হয়ে

মন্দির বন্দর হাসি উৎসব হে নদী

গুম্‌গুম্‌ ব্রিজের বুকে কালসন্ধি

মেঘে মেঘে বিদ্যুতের লাফ

টং

ক্লকে ছটফটায়, তাপ

নাকি কোনো সেতারে আলাপ ॥

ভারতবর্ষ

একান্ত আমারি দুঃখ যা আমার একার একলার

অঙ্গারপ্রতিম দাহে জ্বলে

আমি তার অবসান কখনো মানবস্রোতে অবগাহনের মধ্যে পাই

কিন্তু অন্য আবিষ্কার

উন্মোচিত হয় হাওড়া স্টেশনের হলে

বাদামী বা কালো মুখগুলি মহাপ্রলয়ের প্লাবনতরঙ্গে ঢেউ উৎসাহী ছটফট

ঊর্ধশ্বাস বহে যায় প্লাটফর্মের তীর্থের পইঠায়

দোদুল নোলক বধূ, গাঁঠরি বস্তা বাক্সসহ তৃতীয় শ্রেণীর পিঁজরাপোলে

টিনের তোরঙ্গে ঢের নীচে পাট সলজ্জ রাঙায় ছাপা শাড়ি

গন্ধ তেল, লোলজিহ্বা কালী কলকাত্তাওয়ালীর সস্তা ফ্রেমে পট

যেন মেঝে অথবা বেঞ্চের কোণ জুটে গেলে পুইয়ে যায় নিরুদ্বেগ রাত

এক ঘুমে পৌঁছনো দেহাত

কোন দূরে কত দূরে কোন নদী ঝিরঝির হাওয়ায় শিউরে ওঠে

গেঁহুর ঝমঝম ক্ষেতি জওয়ানী শীষের যেন টিকলির দোলায়

তালাও-এর বুকে ঝুঁকে জল চাটে আকাশের নীল মাঠে

একপাল বাঁকা শিঙ সাদালোম ভেড়া,

এবং পাহাড়ে দপ আগুনে পলাশ

এবং মোষের পিঠে আরণ্য ঝিঁঝিঁর দেশে গেল মধ্যবেলা

এবং শীতের সন্ধ্যা ঢলে হয় দীর্ঘ বাথানের ঝাঁ-ঝাঁ রাত

ন্যাংটো খোকা

সাগাই-গাওনার ধুতি জাফরান লুগাই

এবং সন্ধ্যার পরে খচমচ খঞ্জনি ধরে

উঁচু শিরদাঁড়া মাঠ ঠেলে উঠে আসা লালচে চাঁদ ঝুলছে বনের ওপরে

না-কি শম্বরের ডাকে জেগে উঠলো লাল চোখে মহুয়ামাতাল ঝোপড়ি ঘরে

চব্বিশ ঘণ্টায় বালি ঝরে যাচ্ছে আয়ুর ঘড়িতে
প্রতিটি চাকার পাকে ঝিকঝিক চলেছে দিন
ঝমঝম চলেছে রাত্রি
অস্ত উদয়ের তুটি থামের উপরে পাতা লাইনে ব্রীজের পথে
গুমগুম টানেল চিরে
···চলন্ত সময়, আয়ু জন্ম-মৃত্যু সংগ্রাম সংঘাত বাঁচা মরা
ঘুমের ভিতরে সেই বুকের নিশ্চিত উঠা-পড়া
ঘনশ্বাস রাত্রিগুলি
নির্জন আলস্যে বউ পুরুষের বাহুর বালিশে মাথা রাখে
আসে যায় জন্ম, বীজ, রোমাঞ্চ, অঙ্কুর
আসে যায় নক্ষত্র ছিটোনো রাতে
দিকদিগন্তপ্লাবী প্রাণস্পন্দনের বিশ্বজয়ী সুর
ফসলের গূঢ় কানে,
অরণ্যের ভেজা অন্ধকারে
রমণীর গর্ভের গোপন পারাবারে
একা নৌকা ভেসে যায়, প্রাণ,
রাত্রিগুলি বুকের গভীরে এসে বাঘের জিহ্বায় রক্ত চাখে

পায়ে পায়ে হাঁটি, কিংবা কফিস্টলে তু-দণ্ড দাঁড়াই, শুনি
লাউডস্পীকারে কোনো বিদেহী নির্দেশ
গোল আগুনের দলা পুড়ে নিভে আসে তুটি আঙুলের ফাঁকে সিগারেটে
বুকস্টলের পাশ ঘেঁষে ঘুমন্ত বা আধ-ঘুমন্ত
ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে
ছাতু-চিঁড়ে, তৈলাক্ত সিঁথায় নারী, কোলে ক্ষুধা
ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে
ব্যাধি, ভিক্ষা, স্থ-সাইন, নিদ্রা-জাগরণ, শুধু টিঁকে থাকা
ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে
চা-স্টল, গাঁজার কলকে, জ্যোতিষী, ছাঁটাই, চাঁদা, লাল ঝাণ্ডা,
ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে

মার্কারি আলোর তলে রক্তশূন্য বর্ণহীন দেশ, তার স্বপ্নসাধ
পিছে ফেলে কলকাতায় ফিরি

যখন বুকের মধ্যে হতাশা আছাড় খায় দুঃখের শ্যাওলায়
যখন হাড়ের মধ্যে প্রবল হাওয়ার টানে অরণ্যের শাখার মর্মর
যখন মনের মধ্যে মানবযাত্রার ঢেউ ছোবলায় এবং নদী
স্টীমারের বাঁশিতে উদাস
হাওড়ার বিশাল হলে হেঁটে ফিরি
. ট্রেনের আওয়াজ শুনি
দেখি ডেলি-প্যাসেঞ্জার ঊর্ধবাহু মিছিলের উপমায় ফেনিল ব্রেকাব
অজস্র নদীর চোরা বাঁক
আমাকে ডুবিয়ে নেয
বিশাল ভারতবর্ষে, এতখানি বুক তার, এত বড়—
নিজেকে খুঁজতে গিযে
অনেকের মধ্যে অন্য অস্থির অথচ স্থিত
আবেক আমাকে খুঁজে পাই ॥

ঈশ্বর, ঈশ্বর……

I shall live to go back to India and tell my country that you are not only Vidyasagar but Karunasagar also.…
অশ্রুপাত, রক্ত, লোনাসমুদ্রের ফেনপুঞ্জে উচ্ছ্রিত বকুল ঝরে আছে
নাকি মৃত্যু হাতের তালুতে বিন্দু অস্থির পারদ
যেমন হাওয়ার হাত নদীজলে শ্লথশাড়ি মেলে দেয় ছলছল তরঙ্গে ফের তোলে
দিনযাপনের নাম শুধু এইটুকু ?
যেমন বালির বুকে আলস্যতুপুর ঠা ঠা রোদ
মধ্যদিন কাকের উদাস ডাকে কা কা, ফাঁকা বুকের ভিতর কোন পাতার আড়ালে
ঘু-ঘু ঘু-ঘু

দিনযাপনের নাম সকালে ধোঁয়ার মধ্যে উসকে দেওয়া আঁচ, এইটুকু ?
তারপরো বেলা যায়, বেলা যাবে, কেমন সন্ধ্যার মুখে ঝড়, ডালপাতালতা
হুমড়ে ভেঙে মুচড়ে উল্টে গাছ
নদীর ঢেউয়ের ঘুষি বুকচাপা গারদ খাড়া ভাঙার গরাদে, ঘন বিদ্যুতের বিস্ফোরণ,
ক্রুদ্ধ বৃষ্টিপাতে লাঠি চার্জ
দিগ্বিদিকে জ্ঞানশূন্য কয়েক রাউণ্ড

মায়ের কোলের কাছে নিহত তরুণ ছাত্র কলেজ স্ট্রীট খাঁ-খাঁ,
বালির বস্তার পিছে ভ্রূকুটি ঘূর্ণির তোড়ে রাইফেলের অন্ধ নলে ইতিহাসে ধীরপায়ে
উজান
কেবল গলির মুখে ইটের স্টাম্পের সামনে এলেবেলে খেলার আরেক নাম
মৃত্যু-মৃত্যু উৎসবে বিপ্লব
মায়ের কোলের কাছে মরা ছেলে, ফুটপাতে রক্তের ছোপ অস্ত্রে-অস্ত্রে কানামাছি,
এরই নাম বলিদান, এরই নাম শস্ত্রে অভ্যুত্থান ?
মাথানীচু ফিরে আসি, হাতের ওপিঠে রক্ত কার
সে আমার, সে আমারই অতীত বৎসর, সেই দায়িত্ববিহীন ধুলোছোড়া
ঘাড় হেঁট হয়ে আসে মানুষের, স্বদেশের পায়ের নিকটে বারবার
এসব আমারি কাজ, আমাদের, সশব্দ ধ্বনির ছন্দে ব্রেকার-বিস্ফার ঘোড়া
শোণিতে আহত বালুবেলা

মানুষ আমাকে ক্ষমা করো, আমি তোমাদের আলো দিতে নিজেই আঁধার
মানুষী আমাকে ক্ষমা করো, আমি চক্রান্তে বাইচ খেলি তোমাদের সাধ ও
আহ্লাদে
মা আমাকে ক্ষমা করো ক্ষমা করো দিনরাত্রি জ্যোতিপুঞ্জ নীহারিকা নক্ষত্র নীহার
তোমার কোলের কাছে মা তোমারই শিশু, ঐ মৃত্তিকায় পুনর্বার জন্ম নিতে চায়
দামোদর সাঁতারে যেন চলে আসছে ঈশ্বর মায়ের কাছে,
···কৃষ্ণদাস, বাছা ঘরে আয়···
শোকমিছিলের চতুর্দিকে কেন ঝামর সহস্রমুখ ঘনমেঘ মেঘের ওপারে স্তব্ধ হয়ে
বজ্রপাত

ওমা, মা রে, সার্ধশতবার্ষিকীতে সেন্টিনারি বিলডিঙের চত্বরে ছাত্রের শব,
রাস্তার ওপারে স্তব্ধ, আসনপিঁড়িতে ও কে পাষাণসাগরে ক্ষুব্ধ ঢেউ
বর্ণপরিচয়হীন দুচোখে দেখছেন, স্বরব্যঞ্জনবিহীন কানে ঝরে পড়ছে জন্মদিনে
.ফাঁপাশব্দ প্রথাসিদ্ধ, উত্তরাধিকারহীন স্তব

শুনতে পাচ্ছি মা ডাকছেন
বেলা বহে যায়, বাছা, বাংলা দেশে,···ঈশ্বর ঈশ্বর ঘরে আয় ॥

মাটি

প্রত্যাশায় বৃষ্টি হয়? মাঠ রুক্ষ ফাটাহাত অঞ্জলি সাজালে বৃষ্টি আসে?
এবড়ো-খেবড়ো জমি, ধুলো ওলোটপালট কোন দক্ষিণের হাওয়ায় উদোম
এবং নয়ানজুলি বেয়ে নেমে গেছে ঘাস, দাম,
হলদে কচুরিপানায় পরিণাম
দিনক্ষণ চলে যায় অশ্লেষা-মঘায় বারবেলায়
রবিবার বহে যায় অন্য এক শনিবারে
জলের ঢলক নোনা গাঙে
নামগুলি বহে যায় পিতামহ থেকে পৌত্রে
এমনি করে ঢেউ ওঠে ভাঙে
শালতির উপরে কার পায়ে সোনা জলে ওঠে আউসে আমনে
বাংলা দেশ
নদীর ছলছল জলে অবিরাম বংশধারা
নৈবেদ্যর ফুল, ছাই, কাঠকয়লার টুকরো, কাঠ
খেয়া পারাপারে নৌকা
এ জীবনও ঈশ্বরী পাটনীর

বৃষ্টিতে কেশর শিউরে ওঠে, হাঁটা আলপথে
ন্যুব্জ কদমের স্বপ্ন দেখা

স্বয়ং রাখালরাজা ধবলী-পাটলী-শ্যামলী গোচারণে নেম ব্রজরজে
নীল শাড়ি কখন মিঙারি যায় শীতের গঙ্গায়, ইছামতী
কেবলি দক্ষিণে যায়, নিরবধি কেবলি দক্ষিণে ইছামতী
গোরুর গাড়ির সারি নিক ধরে চলে যায়
দূর গঞ্জে, হ্যারিকেন লণ্ঠনের টুপটাপ আলোয় মাঠ
গোরুর পায়ের কাছে চোনার নোনায় ভিজে ওঠে
রাত্রি তুলতে তুলতে হাঁটে আলোয় আঁধার ঝলকে
আঁধারে আলোয় ছলকে
আস্তীর্ণ নিশীথ চূর্ণজলে ছেয়ে থাকে দূর আকাশে
নক্ষত্র নীহারিকা

নির্মম মাটির পিণ্ড চষামাঠে গুঁড়ো করি
মুখহীন অবয়বহীন অনাদিকে
ধুলো হয়ে, চূর্ণ শাদা রেণুগুলি উড়ে যায়
দক্ষিণের আবুক দমকায়
আ রে পূর্বপুরুষের দেহাস্থি, করোটি, মাংস
ঋতুচক্রে বয়সের মতো ফুল ফুটে ওঠা
ফুটে ঝরে যাওয়া
আ রে বুকে খামচে ধরা গলায় আটক শব্দহীন অশ্রুপাত
ঘোমটা খসেপড়া ছইয়ে কিশোরী-না বালিকাবধূর চোখে
ভিন দেশ, অচেনা নদী
ফাল্গুনে নহরে শান্ত দেহডোবা গোলুয়ে জাগানো নাক ডিঙিনৌকা
জলে ঝাঁপ মাছরাঙা বা ভেসে ওঠা পানকৌড়ি
সবুজ বনানী উড়ে যাওয়া টি-টি টিয়া
আ আমার উত্তর পুরুষ, আমি, বীজ, প্রজনন, ক্ষুধা, যৌনতা, প্রণয়,
হিংসা, অশ্বক্ষুর, হ্রেষা, দ্রিমি দ্রিমি
হৃদপিণ্ডে মাদল

তরাইয়ের অন্ধবনে হাতীর পেছনে ও কে — একপিণ্ড মাটি
নদীর মধ্যাহ্নে হাল শক্তহাতে কে ধরেছে — একপিণ্ড মাটি

মাঠ যাকে দূরে ঠেলে
লাঙলের শক্ত ফালে কে তাকে শোয়ায়
ঝাপটে ধরে — একপিণ্ড মাটি
ধীরে খুলে ধরে শাড়ি রহস্যের, বিদ্যুতের, বাষ্পের অগ্নির — একপিণ্ড মাটি
যন্ত্রের উরুতে হাত, হাতের পেছনে স্থির মন কার — একপিণ্ড মাটি
যে মাটি তিলকরেখা ললাটে আহ্লাদ
যে মাটি কবর হয়, চিতায় নিঃশেষ ভস্মে শেষ
মাটি মাটি মাটি

প্রার্থনায় বৃষ্টি হয় ?
হয় না তাই সেচখালে মানুষের আবর্তে কোদাল
মাটি শুধু মাটি হতে চায়
সজীব, বীজাঙ্ক, রুক্ষ, শ্যামল কোমলে
নামগুলি মুছে দিই মাটিতে জলের বাঁকারেখা
শুষে নেয় হাওয়ার দমকায় দীর্ঘশ্বাস
অতীত প্রশ্নের সিঁড়ি উঠে যায়
নামহীন মানুষের বিশাল মিছিলে
অনামা মাটির সিংহদ্বারে

মাটি মাটি মাটি
হে শ্রম হে বিশ্রাম আরাম ॥

সবরমতী

নদীর বালিতে জ্যোৎস্না শান্ত শাদা, নদীর চিকন জলে ছলছল সময়
এমন বিপুল শূন্য স্নিগ্ধতায়, সবরমতী, আছ শুয়ে কোন স্মৃতি বেদনাবিনত ?
আমারও অনেক সুখ মুখ থুবড়ে অমনি বালিতে শুয়ে, ধবল নুড়ির বাঁকে
নরকরোটির পুঞ্জে, কঙ্কাল বলয়ে
আমারও অনেক সাধ অমনি চিকনজলে চূর্ণ ফেন-তরঙ্গের ছুরিতে নিহত।

মধ্যরাতে জ্বলে ওঠে দাউদাউ আকাশ, আর্ত নারীর জঙ্ঘায় তীক্ষ্ণ ধাতব আয়ুধ,
দিনগুলি শকুনের ডানায় শমশম হাওয়া, আরব সমুদ্রে হা হা লোনাস্ফুর স্ফীতি
আমি শুধু গুনে দিই অন্তরাত্মা, ত্রিশটি রূপার চাকতি এবং শোণিত ধূমে সুদ
নদী, আ রে দূরপ্লাবী মানুষের বেদনার স্রোত, নদী বালি ও প্লাবনে খাঁ খাঁ
হাঁ-মুখে হোঁচট খেয়ে পাতাল-পতনে দ্রুত নিয়ে যাও প্রীতি স্মৃতি, কখন বিস্মৃতি

তিনি যেন এখানে ছিলেন, তাঁর শীর্ণ দেহে জ্বলে উঠত ভারতবর্ষের অভিমান,
দুঃখ বজ্র হতো—
শূন্য গ্রাম, দগ্ধভাল মাঠে
দিনগুলি দৌড়ে যেত প্রলয়পয়োধি জলে, ইতিহাস দ্রুত নৌকা, নদী ছলাৎছলে,
তিনি যেন নদীর পাড়ের ভাঙা মসজিদে আজান, উষাউন্মীলনে লোকচলাচলে
শান্তপথ
এখন চশমায় তাঁর ধুলো, কেউ মুছে দেয় না, ট্যাঁকের ঘড়িটি থেমে আছে
মৃত আমেদাবাদের হৃদপিণ্ডে,
ঐ তিনি গোলাপবিথার থেকে, তর্পণে নামেন রাজঘাটে

এবং তাঁরই নদী সবরমতী আ রে অশ্রুমতী লজ্জাহীনা নগ্ন ধর্ষণের বিকৃত
স্বরাটে
মানুষের অপমান বহে যাও—যা কেবল অশ্রু স্বেদ রক্তের লবণে তপ্ত জল
সুতাকলে বিষাদপ্রতিমা গাঁথে নক্সিকাঁথা দুঃখের সুতায়
নিহত পুরুষ-নারী আগামী ভারত যেন মৃত শিশু দুজনের মধ্যে নিয়ে
নদীর ছলছলে শুয়ে, স্বপ্নের বিভ্রমে নড়ে, কথা কয়
সে-কি তুলে ধরে ঢেউ, আরব সমুদ্রবাহী মেঘ,
মেঘে বিদ্যুতে হিম্মত ?

যেমনটি তেমনটি

নতুন মাটি, দুধের বাটি কই পাইনি
লোভ ছিল কি, না একটুকুও ক্ষোভ ছিল না,
কেবল আমার নিজের সময় নিজেই ঋণী
খুঁজে বেড়াবার হাল বা হদিশ সেও দিল না

কি আর নতুন পাবার ছিল, পাবার আছে ঃ
সেইতো একই নীল আকাশে মেঘ বা তারা
কি আর এমন নতুন নতুন ; সেই তো গাছে
ফুল ফুটে যায়, ফল ফেটে যায় ঋতুর নাড়ায়

এমন কি প্রেম বয়সকালে, সেইতো নারী
মাংসে হাড়ে টান তুফানে ফেনিল পাথার
প্রবল চাঁদের অদৃশ্য হাত জাত জুয়ারী
সেই সমুদ্র, সেই ঢিপ ঢিপ বুকের বাঁ-ধার

কিন্তু আমি রক্ষা করছি, রক্ষা করি
প্রত্যহদিবসরাত্রি বুকের বন্ধ তালায়,
সেই চেনা মুখ, হঠাৎ বৃষ্টি, ট্রেনের ঘড়ি—
দূরের কে যায় হাঁক নদীতে, শব্দশালায়

এক ফোঁটা কোন শিশুর মুঠোয় বুটের দাপট
ভাঙা শেলেট ছেঁড়া প্রথম ভাগের পাতা
দীঘল নয়ন বাংলা দেশের কেমন সে পট
ঝড় বাদলে মুচড়ে দিচ্ছে শক্ত মাথা

এরা সবাই বাগ্‌প্রতিমা, রাগ প্রতিমা
সেতারে সুর বাঁশির সুদূর সময় সীমা।

কখনো বর্ষণশেষে

কখনো বর্ষণশেষে কলকাতায় গোয়ালন্দ হাতে রাখে হাত
ঘুরন্ত চাকায় যেন ঘোলা পদ্মা এবং নরক
প্লাবনে রাস্তার প্রতি মোড়ে
হাঁটু জলে আত্মঘাতী বাহিনী হঠাৎ
বাস স্টপে দোতলা একতলা ট্যাঙ্ক আক্রমণ করে

এবং কলকাতা—
ইস্পাত পাথর পিচ ডাস্টবিন খোয়ায়
সুতানুটি না গোবিন্দপুর
কবে-বা বন্দর ছিল
মনে পড়ে যায়
বাংলার শ্যামল যেন ভেজামাথা দাউ দাউ জিহ্বায়
মৌসুমীবর্ষণ চায়
কলেজ স্ট্রীটে বকুলের পাতা
এপার ওপার গঙ্গা মেঘনা ব্রহ্মপুত্র না যমুনা
না সমুদ্র ঘরের দুয়ারে ছলছলায়

দশতলা বাড়ির চূড়া কালোমেঘে উদ্যত ফলক
উর্ধ-অধঃ সুতানুটি গ্রামের মাকুটি লিফ্‌টে
উঠে নেমে যায়
অনেক ভেসাল পানশী উলাপ চলেছে ঘোলাজলে
জলের কোমলে বৈঠা বাম্পারে ছপাস ঢেউয়ে
কল্লোলে ঢলক
হঠাৎ ট্রামের তারে এসপ্লানেডে
ঘনশ্যাম সুবিস্তারে দ্রুত শাঁই শাঁই ট্রাম বকের জাঙাল

আমি বলি হা কাঙাল
পরবাসী স্বদেশে বিদেশী
শেয়ালদায় ছুটি ডাকে,
দূরে সাবা ব্রীজ ঝমঝমায় ॥

বুকের মধ্যে নৌকা

আমার এমন যেমন-তেমন সাধ-বা ইচ্ছা নেই মাঝি হই
নেই এমনকি জল ঘুরন্ত বুদ্‌বুদে ফুল
লগির থাবায় থামচে তোলা

দেখছি কেবল নামছে ঘোলা ফুটন্ত লাল ঢল দুরন্ত

চুপ বসে রই বুকের দাওয়ায়, কেমন হাওয়ায়
উল্টায় পাল পাল্টায় ছই
ফুটছে এখন-তখন জীবন হটর-হটন দিনগুজরান,
মনের মধ্যে বান ঠেলা-বা পাল্লা উজান

চাই-বা না-চাই নিজের মধ্যে আমিই তো তল
খাঁও মেলা দায় এমনি অথৈ

আয়নাজোড়া জীবন-মরণ একটা ছবিই
ক্কড়-ক্কড়াক্কড় ঝড় ওরে তোর জোর আছাড়ে আয়না ভাঙি
দাঁতাল গরল ঢল খোঁচা দেয়
মাতাল তরল গোঙাচ্ছে জল
এমনি সময় আমার মাথায় আমিই ঘোরাই বিজলি-টাঙি

বয়স নিয়ে এখন খেলা, ভরবেলাতে খেলছি জোয়ার
বয়স নিয়ে ঢালছি-ফেলছি টান মেরে জল নামাই ভাঁটায়
পায়ের তলায় কালচে পলি
দিগন্তে মেঘ আকাশ ফাটায়
আয়রে ধী-তাং আয় সাড়া তোল ঢোল-ডগরে পাগলা দোহার
বুকের মধ্যে লাফায় দাপায় থাবায় ধা-ধিন বোল দামামার
ইচ্ছাই নেই যেমন-তেমন ইচ্ছাই নেই এমন-তেমন
বাইতে এখন নৌকা আমার।

স্বর্গ, স্বর্গাদপি

আমাদের কাছে স্বর্গ, দূরে স্বর্গ, স্বর্ণরেথ স্বর্গ চতুর্দিক
বন্যায় রাবণ রৌদ্র, বন্দিনীর স্বর্ণরেণু উচ্ছ্রিত দোপাট্টা মাঠ
ঝিকমিক ধূলায় আভরণ,

দীর্ঘ নির্বাসনে বনে বনান্তরে ফিরি, দীর্ণ দিনরাত্রি বার্ষিক, আহ্নিক,
এবং বিদ্যুতপাত চমকে ওঠে জটার পিঙ্গলে, দীপ্তি পতিতপাবনীসম গঙ্গাবতরণ

শান্ত ও সুস্থির মাটি বহিরঙ্গে নববধূপ্রায় অন্তরঙ্গে অপেক্ষায় রসশিরা
হেন লোকোত্তর বিভা লোকায়তে, হেন স্বাদ, আ বিস্ময়
এমন-কি সূচীমুখে মেদিনীবিস্ফার রণস্থলে
নতগ্রীব স্খলিত গাণ্ডীবে তবু মাঝে মধ্যে অর্জুনবিষাদ

স্বর্গ দূরে-দূরে স্বর্গ অতিকাছে তীব্র ফণা হিসহিসায়
হা শ্বেতবাহন, যেন জীবনের নামে রণক্রীড়া
নাকি হিমবাহ ফাটা হিমবন্তে গম্ভীর গর্জন, শঙ্খনাদ, ধ্বনি
মাটিফাটা উল্কায় আবাদ

পায়ের তলায় মাটি বীজরোয়া এবড়ো খেবড়ো বেপরোয়া ফালে উল্টে চিৎ
চূর্ণ মাটি রেণু মাটি গুঁড়ো মাটি কাদা ও ঘোলায় এক অনাদ্যন্ত
প্রবাহ দোলায় অফুরান
জনক-জননীদের শৈশব-যৌবন-চিন্তা-ত্বক মিশে মৃত্তিকা এখন স্বর্গাদপি
পিতা-পিতামহদের—মাতা-মাতামহীদের স্বপ্ন-ধূলা জমে মাটি
পিতৃভূমি মাতৃভূমি এবং সম্বিত

প্রাণ দেওয়া প্রাণ নেওয়া যেন মাংস-পেশী-হাড় কাদায় মিশল সার
পুনরপি যা ঘুমন্ত মাঠে জরায়ুতে শিশু
অঘ্রান ও ধান ॥

জন্ম

তিনি জন্ম নেন, জন্ম মাটিতে যেমন শস্য, জননীর কোলে শিশু,
উদ্ভিন্ন ফাটলে বীজ-পত্র, একই উন্মোচন উল্লাস সফল—
মাটি চিরে দেয় ফলা, পুনরায় অঙ্কুর ও ঘাস
ইতিহাসও উল্টে দেয় শক্ত মানুষের পেশী, রক্ত, অশ্রুজল
পুনরায় ফিরে আসে জন্মান্তর
বীজ স্বেদ উত্থান বিকাশ

আমাদেরও হাতে মাঝে-মধ্যে দিন ·
ঘাসফড়িং, প্রজাপতি, ছটফট, কোথাও মুক্তি পতাকাপ্রোথিত শব্দে, ঘাড়ে,
মাটি থেকে তুলে নিয়ে বল্লমের ফলা-বা ট্যাঙ্কের খোল
বদলে দেওয়া লাঙলে ট্রাক্টারে।

কেমন মানব-যাত্রা চলেছে, বন্দরে যেন খালাস শ্রমিক
কাঁধে, ক্রেনে, কপিকলে মুক্ত করে অভ্র হাসি, কান্নারাশি তার
অনাগত যুগের জাহাজ
কেমন দিবসরাত্রি মাঠে পেতে দেওয়া এক শ্যামল গালিচা, ফের
উল্টে ফেলে পুনরায় বুনোট বিস্তার
কেমন চাঁদের বাঁকা শিঙ্‌, শিরস্ত্রাণে রাত্রি জ্যোৎস্নায় আদিম নৃত্যে
রক্তে কারু-কাজ
এবং খনির তলে লোহা ও কয়লায় শ্রম সোনার কাঠির ছোঁয়া
প্রাচুর্যের যেন ঘুম ভাঙায়

কেউ এরই নাম দেয় পূর্বপুরুষের ইচ্ছা সন্ততিতে সঞ্চারিত রাখা
কেউ এরই নাম দেয় যুগের মৃত্যুর অর্থ যুগান্তর জন্ম দিতে চাওয়া

বুকের উপরে বৃষ্টি, মুখের উপরে বৃষ্টি, বৃষ্টিতে যেমন করে
উড়তে থাকে সবুজ পতাকা
যেমন এক ঝাঁক পাখি, বালিয়াড়ি থেকে ডানা মেলে এসে
হঠাৎ গাছের তলে হাওয়ার ছররায় ঝরে যাওয়া
এসব যেনবা পথচলা পথহাঁটা যেন অফুরান চলতে চলতে দৃশ্য দেখা
গ্রাম নদী জনপদ অনামা ঠিকানা

তিনি জন্ম নেন মাটি-মানুষে, সর্বয়, সমুদ্রের ঢেউ ফেনা ভাঙে
প্রবল ব্রেকারগুলি ছুঁয়ে ওড়ে,
অসীম শূন্যের তলে শূন্য দিক-চক্র চতুর্দিকে নিয়ে
আশ্চর্য জীবন, ঝোড়ো ডানা,
পাখায় ঝটপট রাত্রি, ডানায় ছটফট দিন,
কিছু তার জানা, বাকি সবটাই অজানা ॥

তানপুরার তার

কে জানে বেদনা কাকে বলে, কার নাম স্মৃতি স্মরণ যন্ত্রণা

রাত সাড়ে দশটা বাজলে ১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার
হঠাৎ রেডিয়ো থেকে বিষাদ ধূপের ধোঁয়া
'জমবে ধুলা তানপুরার তারগুলায়...' আর
বিশ বছর
আ বিশ বছর আগে দ্রুত দৌড়ে চলে যাওয়া
দিনরাত্রি চমকে ওঠে শিরায় বিদ্যুতে
মাথায় মাথাল হাতে লড়ি খেলতে চলে যায় রাখাল দূরের মাঠে
বৃষ্টি ও খরায়
কখন প্রান্তর ঘিরে ঘোর হয়ে ঘনমেঘ
শান্ত দীর্ঘ ঝামর মুখের গোলে শিরশির দিঘির শিউরে ওঠা

সেদিন নিজস্ব কোনো রেডিয়োর দুপুর ছিলনা
রান্নাঘরে মায়ের প্রসন্ন কণ্ঠ, বিষাদ শোকের অন্তে শ্লোক
ধান পাট ঘোলাজল রক্তে পদ্মা ব্রহ্মপুত্র ও চলনবিল
ফাটা মেঝে ভাঙা সিমেন্টের দাঁতে—ঝুল, নোনা, অন্ধকারে কেমন রিনরিন কাঁদতো
অথচ প্রত্যহ সূর্য উঠে বেলা বারোটায় উঠানে আদল দিত
আছি আছি ভয় নেই, উঠি অস্ত যাই, ফের উঠি

অথচ দুপুরবেলা দোতলায় ১৯৫০-এ রেডিয়োয় কান্না ভাসতো
'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'
আরে অকৃতজ্ঞ পুত্র, হা কৃতঘ্ন
এক স্বর্গাদপি ছেড়ে অন্য স্বর্গাদপি কোন্ বিমাতার বিশাল
কোলের স্বপ্নে

নদনদী, মাতলা গঙ্গা দামোদর
এবং বিস্তীর্ণ মাঠে একাকী অশথে বাসা খুঁজে

দিনগুলি মূর্ছা যেত পতাকায়, আর
রাত্রিগুলি ভারি বুটে ধমকে যেত, আর
চাঁদ অস্ত যেত খাকী উর্দীর পিছনে

সে স্বদেশ অন্বেষণ ফুরালো না ফুরায় না
মা আমার ছাই কাঠকয়লা হয়ে পঞ্চভূতে হারিয়ে গেছেন
ইতিমধ্যে ঘৃণা ঈর্ষা তাচ্ছিল্য সংশয়
ইতিমধ্যে প্রেম পত্নী সংসার তৈজস
এবং বুকের মধ্যে লম্বা ছায়াচ্ছন্ন ফাঁকা বারান্দায়
বৃষ্টির ঝাপটে পায়চারি আর গুনগুন কবিতা
আমারও বয়স গেল
উজানে কেবল কাঁধে গুণ টানতে, বাঁক ফিরতে, অথচ কেবলি দেখছি
উৎসে নয়, ফিরে যাচ্ছি নোনাজলে, বাদায়, ভাটিতে

আমার জীবন শুধু বৃষ্টিপাত সমাপনে, মনে হয়,
সদ্যস্নাত ঘাস দুমড়ে চলে কাদাপায়ে হেঁটে যাওয়া
আমার অস্তিত্ব শুধু হঠাৎ হাওয়ার টানে, মনে হয়,
শর ও কাশের ঝাড়ে ঘাড় বাঁকিয়ে পথ করে যাওয়া
আমার দিবসরাত্রি পিচের রাস্তায় ঘাম, মনে হয়,
দূরের ট্রেনের বাঁশি অর্ধেক ঘুমের মধ্যে শোনা
'যাচ্ছি, যাচ্ছি, চলেছি, চলেছি···'
এবং ক্রমশ কাঁটালতা বেয়ে উঠছে ধীরে জীবনের ধারগুলায় অর্ধেক জীবন

এখন আবার সেই তানপুরার তারে ধুলো জমবে বলে
রবীন্দ্রনাথের আর্তি সঙ্গীতের ধূপের ধোঁয়ায়
ফিরে আসবো, বাংলা দেশ, যদি নাও মনে রাখো
ফিরে আসবো ফিরে আসবো

দেখতে পাচ্ছি মা আমার বিশাল আকাশ হয়ে নববধূ হুরাসাগরের পারে

একা চলেছেন

ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু হয়ে অজস্র ঢেউয়ের চূড়া ঝিকমিক তারায়

এপার ওপার এক খেয়ানৌকা

শম্ শম্ হাওয়ার দোলা আউসের কালচে সবুজের বনে

ভেজা চাঁদ বিপুল বিস্তারে

'দুঃখী বাছা ঘরে আয়, ঘরে ফিরে আয়···

এ জীবন পুরোটাই বিশাল জেলখানা'

আব বিশ বছবেব অভিজ্ঞতা, ঘৃণা হিংসা অপমান

প্রেম স্নেহ মমতা

কবিতা

গরাদটা ভাঙাই যাচ্ছে না ॥

মুক্তি না-কি

তুমি যাকে চাও সে-কি মাঠের বাদামি মাটি, ঘাস

নাকি অন্য কিছু,

এই রক্ত হাড় মাংস মিশে কাদা ?

তুমি কাকে চাও সে-কি না-সুখ না-অসুখ, উচ্ছ্বাস

নাকি অন্য কিছু-এই দুঃখিত মুখের চক্রধাঁধা ?

চলে যাচ্ছি, হে বমণী, চলে যাচ্ছি তোমারই মাটিতে

ধূমে, স্বপ্নজাগরণে, ঘুমে কাঠকয়লায আগুনে,

মৃত্যু ও মুক্তির স্বাদ এক নয

কিন্তু তারা সফল আঁটিতে

মুক্তি দীর্ঘ শস্যশীষ

মৃত্যু ঘেরবাঁধা খড়, চিটে বুনে, সকৃতজ্ঞ সুনে !

আলোও নিশ্চয় জ্বালা, কিন্তু আলো, আলো ছাড়া অস্তিত্ব কোথায

এবং মুক্তির নাম তীব্র শিখা, মৃত্যু তারই আঁধার পিলসুজ

এসব আমার কোনো আবিষ্কার নয়, এরা ঢের পুরাতন
কেবল নতুন করে মনে পড়লে বুক ভরে যায়
মনের দুঃখিত মাঠে
প্রথম বৃষ্টিতে হলদে ঘোমটা খুলে
শিউরোয় সবুজ
তুমি কাকে চাও নারী
বসুন্ধরা? সিংহাসন?
নাকি মহাশূন্যে এই পৃথিবীর জীর্ণ ভেলা বেয়ে যাওয়া
ছলছল স্রোতের দাঁতে
খেলা খেলা মৃত্যু না জীবন?

আত্মহত্যার পথ

এবং এখনি শব্দ সিলিঙে অদৃশ্য ফাঁসদড়ি
এবং এখনি শব্দ ঘাড়ের উপর তীক্ষ্ণ দাঁত
ঝন্‌ঝন্‌ কাচেব ঘর
আমাদের অনুপল দণ্ড ও প্রহর
ভেঙে দিচ্ছে অদৃশ্য প্রহরী
এখনি দুর্গের দেউড়ি বন্ধ করে দেয় কার হাত
ঢং-ঢং ঢং-ঢং শিউরে
হাওয়ার ধাক্কায় দুলছে
ডাকঘরের ঘড়ি

আত্মহত্যা আত্মহত্যা
মৃতমুখ শুয়ে আছে
ঝরা পদ্ম
উৎক্ষিপ্ত বকুল
শিল্প না কবিতা ও কে

চূর্ণজলে ইন্দ্রধনু রৌদ্রে দোলে
আস্তীর্ণ পটের গোলে
খুলে ধরছো কে,
জলপ্রপাত ?

গ্রীষ্মের মাঠে

যা প্রাণান্ত-বা অচিরাৎ সেই খাঁ খাঁ প্রান্তরে হাঁ-মুখ, হিক্কা,
পিছল মাঠেব এক পশলায় সামাল, বুঝিবা পা-হড়কে চিৎ,
ভিৎ নড়বড় ইটেও শ্যাওলা, ইটের ঝুলিতে কীটের ভিক্ষা—
কুড়োলে ঠকাস গাছে মড়মড় কাঠুরে-কাঠের প্রণয়-পিরিত।

হঠাৎ দারুণ গ্রীষ্মের মাঠে ঠা-ঠা রোদে হাড়ে ঠক ঠক শীত
অর্থাৎ দেহে, ভেতরে ঘুনেব চুনের নুনের মিশল মশলা,
একটু-বা ড্যাম্প এবং তখুনি রোদের দোহারে যায় সম্বিত
হাড়ে ছটফট খটাখট বাঁশ, বয়স বক্ত ছলাতে পশলা—

লোভ থেকে যায় পাহাড় বনের পোড়ো জীবনেও ঝড়ের ঝাপট
দিন গুজবানো নিয়ে গর্জানো নিজেবই মধ্যে বড়ো অবাধ্য
দেখ, পটাপট বাতি নিভে যায়, এবং কখনো ফোটো-তোলা পট—
একটু-একটু বঙ জ্বলা লালে রঙ তোলা গালে পোকার খাদ্য।

প্রারম্ভে ছিল হাওয়ায় বদল, ব্যস সে-কি হু হু, ভড়ং না রঙ
কিন্তু কথায় কথায় কল্‌কে নিবু নিবু হলে ছিলিমে কি শখ—
শুধু কল্লোলে হুঁকোয় গুড়ুক শুকনো, শূন্য ঠিকুরি, এবং
কাশি ও হাসির মিলনে দমক খক-খক-খক খক-খক-খক ॥

কবি ও কবিতা

তারা তো সবাই কবি, সকলেই মিস্তিরি বা চাষী কি প্রেমিক
আমার দায়িত্বে শুধু
তাদের না-লেখা শব্দগুলি
গেঁথে দেওয়া গেঁথে গেঁথে যাওয়া
যেমন ফুলের দায় কেবলই ফুলের, তবু রেণু বয়ে নিয়ে যায় হাওয়া
যেমন প্রেমের কথা প্রেমই জানে, অন্যে মাপে
কড়াক্রান্তি সুদ চাওয়া-পাওয়া
দিনরাত্রি স্বতঃই নিয়ম
ক্যালেণ্ডার আমাদেরই নিজস্ব তারিখ

ঐ তো শির-শির শব্দ ট্রামের মাথায় কপিকল ঘোরে, চাকা সরে দ্রুত
রোটরে-মোটরে ঘুরছে
কোথায়-সে প্রাইম মুভারে দাঁতে দাঁত
ঘুরে যাচ্ছে, ঘুরে যাচ্ছে, ঘুরে যাচ্ছে
অন্য কোনো ফ্যাক্টরিতে তেলকালি হাত
মেসিন-সুইচে চিনছে শ্রমের আপ্লুত
নির্মিত ধন ও ধান্য এবং বিষাদ
ঘুরন্ত ফিতায় শিফটে-শিফটে ঘুরে ঘুরে আসে সন্ধ্যা বা প্রভাত
ইয়ার্ড স্টেশনে
নিরন্ন চাষীর ক্ষুধা শস্য তুলা ইত্যাকার নাম
ওয়াগনে বোঝাই চলেছে ম্যমি, হাসি-অশ্রু-প্রেম-প্রজনন—
লক্ষ জনপদ লক্ষ গ্রাম

ঐ তো ক্যামেরা, এই বুকে দ্রুত ক্লিক্, সিনে-রিল সরছে
দাঁতে-দাঁত, দাঁতের উপরে শক্ত দাঁত
বয়সের চুনা হাড় চূর্ণ হয়ে ঘড়ি থেকে বালি ঝরে
নোনা দেহ ছিঁড়ে রক্ত ঝরে
পুরনো স্বপ্ন বা মাঠ বন্যার চুমোয় দিগ্বিদিকে শুয়ে পড়ে
হা হা অন্ধ জলোচ্ছ্বাস ধর্ষিত শয্যায়

এ সব কথার কথা বলে ভ্রম হয়? তবু—
এ সব কথার রাজ্যে নায়ক-নায়িকা
মাস্টার-মিস্তিরি-চাষা-শ্রমিক-গৃহিণী
এরা তো আসলে কবি
এবং অসহ্য শব্দ এরাই লেখাতে চায়
এরাই স্পন্দিত শব্দ যতি ছন্দ ধ্বনি
ফেনিল তরঙ্গস্ফুর উচ্চারণে শিরা বা ধমনী বেয়ে খোলাপালে নন্দিত তরণী ॥

পরিস্থিতি

লতায় পাতায় স্মৃতি এখনো জড়ানো
যুগযুগান্তব নিয়ে খেলা করে শ্যাম স্নিগ্ধ তন্বী যুবতীটি
টান বাখে জন্মেব শিকড়ে

প্রতিদিন জল দিই স্বপ্ন ও শোণিতে
মন্ত্র পড়ি: ফুল হও মধু হও
হে বধূ হে নারী
পবাগ উচ্ছ্রিত হোক নক্ষত্রনিকরে
স্তব্ধ তবু স্থির সেই গাছ
কেবল পাতার বিষ সবুজ কোমলে জ্বলে ওঠে
লেলিহান আরণ্য জিহ্বায় হাঁ-হাঁ আঁচ

দিনগুলি সে আগুনে রেখেছি অরণি
যৌবন আমার
হে যজ্ঞস্য দেবমূর্ত্তিজম্
ক্রমশ বয়স যেন ট্রেনের চাকায় ঘোরে কর্কশ ধাতব
কোথায় সে যায়, যেতে চায়
কেবল মৃত্যুর দিকে টান টান প্রতীক্ষায় ধারালো রূপালী রেললাইন
ছিঁড়ে দিই স্তবকের একটি একটি ফুল
আমার আয়ুর গোনাগুনতি ক-টি দিন

আগুন

আয়নার সামনে দাউ দাউ

নৃত্য নৃত্য

উন্মাদনা

ইয়া ইয়া আহা হাহা ইয়া

দিঘিতে নিস্তব্ধ জলে ডুব দিলে

কানে বাজে ঝিম ঝিম আহ্বান

দিনগুলি সে ঢলকে

নিজের বুকের মধ্যে

উন্মাদনা উল্লাস উত্থান

চলেছে মিছিলে দিনগুলি

চলেছে ডঙ্কায় ঝঞ্ঝনায়

স্তব্ধতার অন্তরালে এমন উৎসব ঘটে

সত্তার অমূর্তে রটে অলোকপ্রস্থান

অথচ বুকের মধ্যে সে দিঘিতে ডুব দিয়ে মাথা তুলে ধরলেই তখন

সোডার বোতলে ছিপি খোলা অনর্গল

শব্দ ও কিম্ভুত কোলাহল

কেমন জীবনে মুগ্ধ তন্বী তৃপ্ত নধর যুবতী

জন্মনিয়ন্ত্রণে ফুলপ্রসবের ঢের আগে

আনন্দ আনন্দ নামে

নিঃশুক্র যৌনতা বহে

শুয়ে আছে ভরা নদী

ভাদ্রের ভরাট ঢলোচ্ছল

আমার বিরহ নিয়ে আমি একা বসে আছি

পর্বতের দেওদার বিকীর্ণ রসগন্ধে

আছি—

ঝাউবনে সমুদ্রের বালিয়াড়ি

ক্ষীয়মান

ক্রমোক্ষীয়মান

লোলুপমৃত্যুর ফণা মুক্তি হয়ে

প্রলোভনে ডাকে

পচাপাতা হিম বৃষ্টিপাতে

ঝর ঝর হাওয়ার টানে

পাতার মর্মরে যাই শিকড়ে চলেছি

ফলবতী হও নারী

হে জায়া জননী ভগ্নি

স্বদেশ স্বকাল

বাংলা দেশ ॥

মনে পড়লো

ট্রেন গেল, ট্রেনের দুরন্ত চাকাগুলো

ফিটফাট চুলের মধ্যে ক্রমাগত কয়লার কুচিতে ঝমঝমায়

হঠাৎ তখন যেন মনে পড়ে যায়

দুপুরের টালি ঘেরা লাল বাড়ি

আম জাম জারুলের ডালে ডালে উদ্দাম হু হু হু

রৌদ্র হাওয়া হাওয়া রৌদ্র

ধূলো

হঠাৎ কখনো মনে পড়ে যায় দিন

ডক ও ডেকের মধ্যে ক্রেনে ঝুলছে আর

রাত্রিগুলি নিয়ননন্দিত চমৎকার

দূরের সমুদ্রে সেই টগবগ টগবগ নীল ফেনার হিস হিস

উড়ে যায় সিন্ধুচিল বিদায়ী রুমাল চুল রুখু

শান্টিঙে ঢকাশ যেই বেজে ওঠে ঠোকাঠুকি মধ্যদিন হা মধ্যবয়স

উদাস ঘুঘুর সেই বেলা যায় আ বিদায়

ঘু ঘু ঘু ঘু ঘু ঘু

চিরুনি চুলের মধ্যে খেলা করে আর
স্টীমার যাবার পর দ্রুত দৌড়ে এলো ঢেউ
ভেঙে পড়লো বেগে
তারপর ফিরে যাচ্ছে শাদা ফেনা ঐ যাচ্ছে
ঢেউয়ের মাথায় নাচছে
বয়স রে
ঝিক্‌-চিড়িক্‌ মেঘে ॥

পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ

যতই বয়স বাড়ে বয়সেরও বাড়াবাড়ি বাড়ে
আমাদেরও পরে যাঁরা কবিতা লিখছেন ঠিক আমাদের সেই
রমণী আগুন দাঁত নখ ও আগুনে
মনে হয়
ঠিক যেন কবিতা হচ্ছেনা

আয়নার সম্মুখে এলে চুলে বিলি কাটি
শাদা চুল এখানে ওখানে
চমকে ভাবি
কবিতা ও প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের সঞ্চয় !

কবিতা লিখলেও ঠিক বয়স বাড়ে হে
কবিতা অর্থাৎ স্থিরযৌবনা রমণী
বয়স্ক পলিতদের নিভন্ত তৃষ্ণাকে হাওয়া দেন
আঁচলের ঘূর্ণিতে, এবং
টাটকা তরুণের রক্তে দাপানো ছটফট
হাতের মুঠোয় ঘাসফড়িং

কিন্তু ঠিক আমাদের
যৌবন রয়েছে, কিন্তু কি যেন বা নেই

হিংসা হয়, হা ঈশ্বর—

চাবুক আগুন বিষ

হৃৎপিণ্ডে চিতার লাফ

বাঘের বাঁকানো নখ, ক্ষুধা ॥

প্রথম শীতের হিমে

প্রথম শীতের হিমে স্তব্ধ আয়না বিল

সর্ষে ফুল শিউরে তোলা ডাঙার বালিশে আধশোয়া

নাড়া পোড়া মাঠে মাঠে দিশাহারা ছন্নছাড়া ধোঁয়া

কচিত কুয়াশা কিংবা গার্ভিন গোরুর হাম্বা দূরের বাথানে

মটর ফুলের নীল খেসারির বেগুনি তারার ঝিলমিল

আকাশগঙ্গায় পূবে চাঁদের কুঁড়িটি তুলে আনে

এমনি বিকেল আসে

লম্বা শর কাশে দীর্ঘ ভেজা ছায়া আবছায়া লুটোয় দুর্বাঘাসে

প্রতীক্ষায় আছি

চাঁদ

উঠোনের কাঁঠাল আমের পাতা চুঁয়ে কিংবা করোগেট টিনে ছুঁয়ে

ধবল চালায় ঝরে ভুঁয়ে

টুপটাপ সারা রাত

ঘুম ও জাগার মধ্যে আলতো ছুঁয়ে শৈশবের হাত

কুয়াশা কুল ও আমে মুকুলের প্রসব সংবাদ

হোগলা চরে এলোমেলো বুনোহাস, ঝাঁকালের নখ

এসব বুকের মধ্যে ছবি

এরা স্মৃতি বুকের গভীর তলে শোক

এখনো চুলের মধ্যে বিলি দেয় ঠাণ্ডা শান্ত হাতে হালকা হাওয়া
একটি শাদা চুল একা, বড় একা বাঁ-কানে ফুরফুর খেলা করে
দূরে দূরে স্টেটবাস ডিজেল নিঃশ্বাসে যায় গরগর উত্তাপে জাগুয়ার
হঠাৎ ধোঁয়ার মধ্যে ট্যাক্সির ব্যাম্পারে লাল ছুটন্ত, যেনবা লাফ
আলেয়ার গেণ্ডুয়া খেলার আয়োজন
গোল চাঁদ ভেসে যায় ধূমল আকাশে

চোখ বন্ধ হয়ে যায়, চোখ ভিজে আসে জলে, যাই
একা বাই বুকের ভিতরে নৌকা
পার হই জ্যোৎস্না ভেজা কাশঝোপ নদীর বিষণ্ণ বাঁক, আর
বাবলার কাঁটায় বেঁধা ধ্রুবতারা এখনো দপদপ
হৃদপিণ্ড না নৈঃশব্দ্য আমার ॥

বুনো পথে রোদের ঝলক

আরো একটু আলোয় দাঁড়াও, ঐ আলোর বৃত্তের মঞ্চে, এই
ঘটনা ও দুর্ঘটনা সময় ও দুঃসময়
আস্তীর্ণ দর্শকপুঞ্জ নীহারিকা নক্ষত্র নীহারে
রক্তে রক্তহীনতায়
চিত্রার্পিত ফ্রিজ-শটে দেখি, দেখতে চাই

অথচ সময় যেন ঝলমলায় শীর্ণ মণিবন্ধে কারো ব্রোঞ্জের বালায়,
অথচ সময় যেন মায়াবিনী ঠোঁটচাপা দৃষ্টির ছুরিতে
আ সূর্য হা দিনযাত্রা রাত্রি ও আকাশ

অন্ধকার ঐ, যেন জড়াজড়ি ডালে ও পাতায়
ললিত লতায় রয় যামলমৈথুনে বাঁধা
ধ্রুপদী উপমা হয়ে অধুনানাগর গাছগুলি
সূর্যাস্তে সবুজ পান্না কাঁপছে কর্ণাভরণে বোঁটায়
এবং স্তবকপুঞ্জ শকুন্তল অ্যামবুশে যৌবন

অথচ কাঁঠালপাতা সোঁদা ও কষায় গন্ধে
আমের পাটল কচি পল্লব থির-থির,
গা-ঢোল গা-ছমছম অন্ধকারে
আলকুশির বুবিট্র্যাপ, বীজের রোমাঞ্চ, আর
সাপের খোলশ-ছাড়া হিলহিল সময় পাতা সর্ সর্ সরায়
নাকি, ভিন্নতর সময় ঘুমায়

কানে যেন শুনতে পাচ্ছি, তালকাটা ডুগিবাজে ত্রৈলোক্য মেলায়
দেবতার নাম ও খঞ্জনি
কে জেনেছে, কে জানে-বা অথচ চিকনকালো ইস্পাতে দীঘল চোখ
খড়্গের নৈঃশব্দ্যে স্রোত পায়ের তলায়
এখন এমন বাংলা দেশ
মাঝরাতে উড়ে যাওয়া ছটফট ডানায় বেলেহাঁস
বালির চরের জ্যোৎস্না-ঝিকমিক চিকচিক ঢেউ
কাশের ধবলে তবু প্রতীক্ষায়
ম্যয় ভুখা হুঁ
ধানের মুকুটে রক্ত ছিটে নিয়ে এসো হে অঘ্রাণ
এবং সমস্ত দিন রৌদ্রের নিকটে রঙ ঋণ করে শুয়ে আছে
হলুদ বিগত সুখ ঝরাপাতা আরো ঢের পাতার ফরাসে

এখানে, পুরনো রাঙা কাঁঠাল পাতায়, আমারও শৈশব গেছে
আলকাতরা গাবের কষে আঁশটে গন্ধে শুয়ে আছে
ডাঙায় ওল্টানো নৌকা আমারও বয়স
সাত বিল, তের সোঁতা যৌবনের দেশে

সব স্রোত মিশে যায়, মিলে যায়, আ জীবন, মিশেছো বালিতে
একটু হাওয়ার টানে অন্ধকার মনের উঠোনে এক ঝলক
হাল্কা ত্বক ঘসটে গেলে দগদগে ঘায়ের মত সন্ধ্যার আকাশ যেন স্মৃতি
নাকি স্মৃতির যন্ত্রণা

সূর্য যেন আপনার রক্ত মেখে পশ্চিম আকাশে কোন পর্বত চূড়ায় দ্রুত পড়ে যাচ্ছে।
আলোর জটায়ু

তবু এসো আলোঅন্ধকারে
দূরের ব্রীজের ট্রেন থমকে চলে গেলে
স্তব্ধতায় মুখোমুখি মুখ দেখা যাবে
বাংলা দেশ ॥

কলকাতা

তোমার বুকের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসা
কলকাতা
শৈশবে হাওড়ার ব্রীজে রূপালি ঝিকমিক, রিক্সা ট্রাম দোতলা বাসের ভোঁপ্
গলির রহস্য থেকে গলগল পিরান শাড়ি বাজার হৈ হৈ বাড়ি
ট্রামের তারের নীলচে চিড়িক-ঝিলিক
গীর্জা জন্তু যাদুঘর
উঁচু আর নীচু আর উঁচু
মানুষের পাট চুল কিংবা এলোমেলো
মাথা মাথা মাথা
বাবার নিশ্চিন্ত হাত ধরে
মায়ের হঠাৎ ঘোমটা-খোলা চোখে
পুনরায় ঘোমটা-টানা সম্বিতের কাছে
উদাস অপরিচিত
অপ্সরী কলকাতা

যৌবনে তোমার শুকনো পাথুরে হৃদয়ে
প্রেমের উদ্দাম শাড়ি উড়ে গেল
হা হা চৈত্রে বেসরম
এঁটো শাল পাতায় শূন্য-ভাঁড় খুরি ও মালসায়
কখন কলকাতা
অঘ্রান পথে পথে

গলি ও রাস্তার ধাঁধা হেঁটে হেঁটে
পথের ভিখারী আমি যাই ত্রস্ত তাড়িত বন্যায় কিংবা
হা অন্ন হা অন্ন উদ্বাস্তর উদ্‌ভ্রান্ত মিছিলে শূন্য পেটে

দশটা বিশটা গ্রাম এই বাংলার বিহারের উড়িষ্যার
শুকনো মাটি শুষে নেয় যেমন বৈশাখে বৃষ্টি
কলকাতা
আমার কাছে কি রকম শূন্য করে নিলে
কীনাঙ্ক বিস্তৃত হাতে উধাও তালুতে একটি পয়সা দুটি পয়সা, এই

এখন যৌবন যায়
হা কলকাতা
মাঝে মাঝে গর্জে ওঠে শৈশব আমারও
...আমার বাবার হাত ধরে যাচ্ছি
ঘোড়ার গাড়িতে
কিন্তু দেখছি মানুষ মানুষ
আমার মায়েরও ঘোমটা খুলে যায়
মা জননী, আমার বিস্তৃত বাংলা দেশ
চোখে দেখছে মানুষ মানুষ
আমি এই ছবি, এই জীবন ও মরণের আপ্রাণ মিছিল
কল্যাণী ও অকল্যাণী এই কলকাতার
ছবিগুলি বুনে রাখছি অদৃশ্য বুকের তাঁতে নানান নক্সায়
গেঁথে রাখছি হত্যা নির্মমতা
এই সব প্রেম ভালবাসা হিংসা ঘৃণা
গুলি লাঠি গ্যাস ও বিদ্বেষ
অথবা প্রথম যুক্তফ্রন্ট সেই তরঙ্গফেনিল অপরূপা
উদ্বেল নন্দিত কলকাতা

এই সব এই সব আরো বহু কিছু
আমার সন্ততিদের হাতে তুলে দিতে চাই
যেমন আমার বাবা হাতে ধরে দেখিয়েছিলেন
কলকাতা

কবে দেবো, জানো কি কলকাতা ॥

এবার অঘ্রাণে

থাকে সুখ, থাকে দুঃখ—কিন্তু তার, হা সুখ আ দুঃখ হয়ে কাদের কাহার ?
জন্ম নিতে না-নিতেই দিনগুলি দূরপাল্লা দৌড়ে খাড়া ভিক্ট্রি স্ট্যাণ্ডে হাততালি
ট্রফি ও উচ্চহাসি
সব স্রোতধারা তবু একই গঙ্গা ভস্ম বয়, পলি ফেলে কিংবা মাটি উর্বরতা
কবরে—যা কীটের আহার
এবং জীবন যেন উদাসী অঘ্রাণে বায়ু উল্টাপাল্টা, উল্টাপাল্টা,
হু-হু ও ফিসফাস, কুটো ঘূর্ণিতে উদাসী !
বৈরাগী সমস্ত দিন, সারাবেলা, মুঠোয় শিশির-ঘাস-মাটির মিশ্রণে গন্ধ
ধুলো ও রোদ্দুরে উড়ুকেশ
আহাঁটু নারীর শাড়ি, কাঁধে ও কোমরে টান আঁচল, ব্লাউজশূন্য বগল,
নিওরে পুষ্ট ধান, জঙ্ঘা, স্তন,
যেন জন্ম দেয় বলে পা-ফাঁক, পিছনে পাকা কাটাধানে বোঝা, ঐ কপালে
চুলের গোল, উবু ধানতোলে বাংলা দেশ—
দুঃখ পাই, কত দ্রুত মফঃস্বল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে মেল
অর্ধেক জীবন গেল বোল ছড়িয়ে এঞ্জিনে হাঁসফাসে, যাচ্ছি
জীবন যৌবন, যাচ্ছি যৌবন জীবন।

ছ-হাজার, নাকি ঢের বেশি এই ভারতবর্ষের ইতিহাস, মানে মানুষের, সভ্যতার
কালো ও বাদামী চামড়া, হাতের কর্কশে কাস্তে, লাঙল হাতুড়ি বৈঠা গুণ
ও তুরপুন
দাঁতের উপরে দাঁত
কনভেয়ার বেল্টে গেল দ্রাবিড় বৈদিক হিন্দু গ্রীক বৌদ্ধ মোগল ইংরাজ
ইত্যাকার
এবং কখনো হুন হৈ হৈ ঘোড়ায়, ওঁ মনিপদ্মে হুম ও আল্লায়, যায়
ব্রোঞ্জ ও ইস্পাত, সারাসেন ছুরি, বাণিজ্যতরণী, যন্ত্র, মাস্কেট, আগুন

বন-বন বন-বন যেন পুতুল নাচের তয়োয়ালে গেল অতীত, এখন দেখছি
অ্যাটলাস, বাসুকী লেজ আছড়াচ্ছে, ফণার ফেনায় তুলছে বিষ ঐ টগবগ টগবগ,
এই বাংলারই কৃষক—
লাল পতাকায় সূর্য সূর্যের গোলকে দিনরাত্রি।

স্থখ? কার নাম? দুঃখ—কার নাম? সে-কি
প্রলয়জটার তলে ধূর্জটির ললাটে ধক-ধক?

এই জন্ম, প্রতিজন্ম

অন্বেষণ, খুঁজে দেখা ঢের পথ বহু পথান্তর
বালিয়াড়ি পাযে ভাঙে, ব্যাদিত হাঁ-মুখে ঢেউ ফাটে,
মাথার উপরে লাল সূর্যের লণ্ঠন, কিংবা কালিজমা ঘসা চিমনি
মেঘেব আস্তরে ম্লান চাঁদ
মধ্যরাতে হৃদপিণ্ডে জলায় বাঘ রক্ত চাটে, মধ্যদিনে হাঁ-হাঁ রোদ
লক্‌লক্ ঝুলন্ত জিভ লু-এর তল্লাটে মাঠে হাঁটে
অন্বেষণ এরই মধ্যে মাটি উলটে খড় নাড়া আঁটি পালটে
জঙ্গল পেটাই অন্ধ খনির গহিনে গাঁইতি
ব্লাস্টে বা লাঙলে বৃষ্টিপাতে রৌদ্রে······
নিরবধি মুহূর্ত প্রবাহে, দাহে ছায়ায় আলোয় নিরন্তর

কখনো ইঙ্গিতে বজ্র গুরগুব গুড়ুম কিংবা বিদ্যুতে চড়াৎ
মাটি কেঁপে ওঠে
ও রে মজা মুখ হাজা বুক
অঙ্কুর ও বীজপত্র কোথায় ঘুমাস?
কখনো সমস্ত কিছু অতি স্বাভাবিক, আয়ু ঘুরোয় ঋতুর চাকা
প্রকৃতির ফিল্‌মে ফোটে খরা বর্ষা শস্য শীত
একা কবি বসে থাকে অন্ধকারে চলচ্চিত্র গৃহে
মাথা ধরে যায়, ঘাড়ে ব্যথা ধরে, টপাটপ আলো জ্বলে

আকাশ মাঠের মধ্যে বুকের বিপুল পর্দা খাঁ খাঁ
এরই নাম প্রেম ও প্রসব বধূ
উৎসব কোকিল মধুমাস ?

শুধু আমি ঘুরে ফিরে চিড়িয়াখানার বাঘ
নকল অরণ্যে লোকসমাগমে হাই তুলি আড়মোড়া ভাঙি
ঘুরে আসি চক্রাকারে নিজেরই ওমের উপাধানে
শুধু আমি লোকের খোঁচায় ক্রুদ্ধ হেঁকে উঠি……
আ রে হাঁক, এ হাঁক তো অরণ্যের
দীঘল মহিষরঙ পাথরে বোল্ডারে যার প্রতিধ্বনি গমগম গম্ভীর

হে অপাপবিদ্ধ, পাপবিদ্ধ, পাপযোনি, পুণ্যব্রত, মুক্ত
হে মানুষ, মানুষেরা তোমরা চলেছ
পড়ি ঐ মুখে ও চিবুকে গ্রন্থাগার
সাম্রাজ্যবিস্তার জয় এবং পতন
সৈন্যবাহিনীর জয়, পরাক্রম এবং পতন
অথচ মুখের প্রতি ভাঁজে যেন গ্রন্থের উড়ন্ত পৃষ্ঠা
ঝরে থাকা শেফালি না যুঁই

যেন চোরাস্রোত ক্ষয়ে নিয়ে গেলে তলার কঠিন জমি ভিতে
চুলের মতন দাগ ধরা পড়ে কিনা পড়ে প্রকাশ্য মাটিতে
ঢের অভিজ্ঞতা নিয়ে কপোলে কপালে
ভ্রূ-ভঙ্গে চোখের কোণে

ওদিকে ছলছল ফেনা ভাঙে পানশি, অবহেলা, ভরা পালে, হালে
মৃত্যু ফণা তুলে আসে
ডহরের কোল ঘেঁসে জল ছুঁই ছুঁই
বুড়ো মাঝি, হা সময়, ছইয়ের উপরে বসে
অন্যমনে মাছধরা জাল একা বোনে

এ জীবনে অন্বেষণ ফুরোয না, ফুরোবে না
মাটিব গভীব তল থেকে বাষ্প ওঠে, মাটি লাঙলেব বিঁধে ভাপ
উল্টে দেওযা চাবড়া জুড়ে ঘাসের শিকড়ে যেন শিউরোয় মাটির লক্ষ রোম
চূর্ণ মাটি হাত ডোবালে বমণীস্তনেব তলে ওম
হা জীবন, উদাস, উদ্ভাস
দূবতম নক্ষত্রেব অশেষ টিপটিপ
এবং একান্ত কাছে বুকেব ঢিব ঢিব
বীজের ঘুমন্ত লোক খুলে আনে ডানা
সমুদ্রে কেবলই ধাক্কা ঠেলে দেয দীর্ঘজীবী অনন্ত বিপ্লব

কেউ জানে নাকি মুক্তি কোনখানে
অবণ্যে না কেযাবি উদ্যানে
কোন জাগরণে থাকে হাতেব মুঠোয ধবা
থবথব উদ্যত শবে সটান ছিলাব লক্ষ্যে
সঠিক ঠিকানা ॥

যখন অচ্ছিন্ন ছিলে

যখন অচ্ছিন্ন ছিলে, বড শুদ্ধ, বড স্নিগ্ধ অভিবাম—এমনই ভাবতাম
এমন-কি এক পলক না তাকালে অভিমান, বুকেব মধ্যেও বৃষ্টি ছিল

চোখ বুজলে দেখতে পাই রেলিঙে চিবুকে হাত, জানলাব মেরুনে ফাঁক
দেযালে ছটছট ক্যালেণ্ডাব
ফরাসে উলের বল, অন্য মনে, শুধু অন্য মনে
আমার বযস দিনরাত্রি গেঁথে বুনে তুলছো আমাবই সংহার

জলের উপর হাওয়া সারাবেলা শির-শির শির-শির
ঢেউ খেলানো
চিকন দাঁতের টানে
কেটে নিয়েছো বাঁকা ঘাড় ছন্নছাড়া বিদ্রোহী সুতার
উঁচু মাথা, আ যৌবন,
যন্ত্রণা আমার

আমার সামনেই তুমি ছিন্ন-দীর্ণ হলে
হু হু হাওয়া উল্টে শুইয়ে চলে গেল জীবন-জাহ্নবী নিধুবন
এবং খলখল হাসি ছিন্নমস্তা আয়ুর হাঁ-মুখে
আমারই শোণিত স্বেদ অশ্রু ওঠে যা-কিছু লবণ
চলে গেল কোন বর্গী-ঢলে
ব্যাপ্ত নীল অপ্রসন্ন আদিম জীঘাংসা হয়ে ফেনিল ছোবলে
উপ্‌ড়ে চূর্ণ হয়ে যায় সেই বাড়ি,
খিলান, বেলিঙে হাত, হাতের ত্যালুতে গ্রীবা
ঘরের মধ্যের স্নিগ্ধ দুখানি হাতের নড়াচড়া
দ্রুত কাঁটা
পশমের লাল নীল বলে

এমনি করেই যেন পরিণত হয়ে ওঠে
প্রেম ও প্রয়াণ,
এমনি করেই যেন ক্রমধীর অভিজ্ঞতা
আবির্ভাব, স্থিতি ও প্রস্থান
এমনি করেই যেন ক-বছরে
কলকাতার রাস্তা-গলি-বাইলেনে তোমারই শঙ্খধ্বনি
ল্যাম্পপোস্টে রাঙা ফুল উচ্ছ্রিত থোবায়
মিছিলেরও সীমন্তে ডানায় লাল পাখি
রক্তকরবী কঙ্কনে

তোমার রঞ্জন আসবে বলে যেন তোমার বিষাদ বিছানায়
উড়ে পড়লো নীলকণ্ঠ পাখির পালক
সে আসবে জানতামও মনে মনে

অথচ পিছল রক্ত কখন শুকিয়ে ধুলো উড়ে যায়
বুধাখালি
লয়ালগঞ্জের হাটে, চন্দনপীঁড়ির ঘাটে,
ডুবিরভেড়ীর খাঁ খাঁ মাঠে
কখন বুটের তলে ভাঙাকজ্জি অহল্যা মায়ের শিশু দীর্ণ মুঠো
জঞ্জালে খাবার খোঁটে
রাজভবনেরই সামনে রক্ত পতাকার কাছে
শপথ নেবার ফাগুয়ায়

এবং কুট্টিমে যাও রাজেন্দ্রাণী রাতুল চরণে অহঙ্কার
আ বিশ্বাসহন্ত্রী পায়ে ও-কুঙ্কুম আমাদের শ্বসিত যৌবন
আ দর্পিতা, পায়ের পায়েলে ওযে আমাদেরই কঙ্কালের হাড়ের রুমঝুম
বাংলা দেশ গর্ভিনী মায়েরা
সর্বনাশী, তোমার পতনে শিউরে ওঠে

তবু আমি ঘুরেফিরে আসি যাই স্মরণের কাছে
মনে পড়ে আশা জ্বলছে ঝকমক ঝকমক সেই
কৈশোর শেষের দিনবদলের আঁচে
যেন সব পাতাগুলি এখনও ঝরেনি হলদে,
আমাদের বিস্ময়ের গাছে এখনো মৌমাছি আছে,
এখনো ফুলের স্বাদ আছে

কুট্টিমের গাঁথা ইটে
অকৃতার্থ লবণেও
আমার যৌবন,

কুট্টিমের প্রতিটি গাঁথনির ফাঁকে
চূর্ণ পিণ্ড মাংস হাড়
আমারও যৌবন

স্বপ্নে দেখি
রেলিঙে রেখেছ হাত, হাতের তালুতে স্নিগ্ধ গ্রীবা
অচ্ছিন্ন রাক্ষসী বধূ
সুন্দরীতমা রে হা অতীত ॥

ভুল স্টেশন

হয়তো তোমার সাধ্যি আছে ছলকে কলস দিন বদলের এমনি কাঁকাল

আমি অথচ ঘুরছি ফিরছি ভুল স্টেশনে হঠাৎ নেমে
বোধ ফিরলে দেখছি গাড়ি ছুট দিলো ফের কচিৎ থেমে
সবুজ কোথায় সিগন্যালে লাল—
ট্রেন চলে যায় বুঝতে পারছি আমাব স্টেশন
আমার বাড়ির জানলায় মুখ
প্রতীক্ষাতে প্রতীক্ষাতে, মেঘ ভেজা মন
ঘোর অভিমান এবং নাকাল

এই তো আমার সামনে পিছে ওভার ব্রীজের ওপর নিচে
অচেনা মুখ, স্টেশন জুড়ে অজানা নাম
মাথায় গাটরি হাতে বোঁচকা চলে যাচ্ছে অনামা গ্রাম
নিরীহ মুখ উদ্ভাসিত
দেহাত মানুষ
দেখছি ঘোমটা মাথায় টানছে ছায়ায় আলোয় প্রসন্ন হাত
দুলছে দুলছে লণ্ঠনে রাত

খাঁড়ির বাঁকে হঠাৎ শাদা কাশের ঝলক
কিংবা থোবায় থোবায়-বা কুশ

হয়তো তুমি রক্তে ছিলে শিরার গাঙে অস্ফুট ডাক
সুযোগ বুঝে আনলে কোথায়
মনে পড়ছে ছল ছল কোন গহিন কথায়
সময় কাটাও আলোকলতায় ছাতিম তলায় শিরিষ তলায়
ডালিম তলায়
মনে পড়ে না, মন ধরে না কথা ছিল কি এমনি করে
ভুল স্টেশনের হদিশ বলায় ধূল কাঁকরে রাস্তা চলায়

ঐ-কি তুমি, ঐ-না কাদের স্টেশন পারে দরজা খোলা
কে ঐখানে ছায়ায় শরীর ছায়াচ্ছন্ন কুটীর না ঘর
কার হাতে ঠিক তোমার মতো কাঁকন চমক
কার যেন ঠিক মুখের আদল তোমার মতো
স্রোতের ঠমক শাড়ির পাড়ে
হাওয়া দোলাচ্ছে ঝাঁকড়া মাথা কি গাছ যেন অন্ধকারে
দূর মাঠে যায় নাচতে নাচতে লণ্ঠনে কয় আলোর ফোঁটা
কার দুয়ারে

গন্ধ আসছে নেবু ফুলের, শিরিষ ফুলের, এসব ভুলেব
ক-ফোঁটা জল তারায় দুলছে
মেঘপাথারের বনের ধারে ॥

ইচ্ছায় অঞ্জলি হোমাগ্নিতে

আর কোনো ইচ্ছা নেই, সাধ নেই, শোনো ইচ্ছামতী, ইচ্ছাবতী,
ঢের হলো কথা চালাচালি বজ্রে, ফালাফালা মেঘ চিরে ছুরি
বিপ্লব কেবলই রক্ত? চুলের কাঁটার মতো পথসন্ধিবাঁকে হত্যাব্রতী
আততায়ী? না আদর্শপূত? মৃত্যু ফুলসাজে রক্তপদ্মে ঢলোঢলো আপাত চাতুরি?

মাঠ ছিঁড়ে দেয় খরা, আ জল, হে বৃষ্টি এসো আনন্দবিপ্লব শুদ্ধিস্নানে,
নদীর ঘোলায় পলি, হাড় মাংস চূর্ণভস্ম, হিমানীপ্রবাহে চূর্ণ উপল প্রস্তর
আমি সেই মাঠে চেপে বসা ফাল লাঙলের, মনে হতো, আমি সে নিড়ানে
স্তূপ আগাছার পুঞ্জ, শোলা-ধঞ্চে, সার হয়ে রসসেচনের দায়ে মৃত্তিকার স্তর।

কেবল পায়ের তলে পথের ঘূর্ণিত ফিতা, খোয়া তোলা এবড়োখেবড়ো পিচ,
কেবল হাতের তলে খাদ্য ও পানীয়, শব্দ, ইশতেহার, স্নিগ্ধ স্তন অথবা বাতাস
এই দিনযাপনের এই প্রাণধারণের অস্তিত্বচারণে কোন জীবনের বীজ
মাঠে না পাথরে ফেলে চলে যাই

হায় হাতে লেগেছিলো শিশুর ত্বকের মতো কোমল কেশরে মাঠে কাশ
শিশিরে প্রসন্ন ঠোঁট উদ্ভিন্ন গাঁদার,
যেন যন্ত্রণার চাপে হীরা হয়ে উঠেছিলো অঙ্গার খনিজ
মানুষের বেদনায়, মানুষীর প্রেরণায়
কবিতায় ফুটেছিলো নীলমণি রেণুফুলে পায়ে দলা ঘাস

ইচ্ছাগুলি অঞ্জলিতে
হে হব্যবাহন অগ্নি, প্রজ্জ্বলন
হে তীব্র ইস্পাতনীল
সে ইচ্ছা এখন যেন
অঙ্গারমালিকা হয়ে ঘিরে থাকে তীক্ষ্ণ জিহ্বা শিখার কিরিচ

এখন সমস্ত সাধ চোখ ফেটে অশ্রু খোঁজে, আয় বৃষ্টি,
অশ্রুবিন্দুগুলি এই খরা মাঠে ঘোচায় সন্ত্রাস?

কবিতায় যুক্তফ্রণ্ট

বলেছিলে

মানুষের কাছাকাছি আছি, বলো আছি
মানুষের স্বপ্ন সুখ দুঃখ ও শোকের বৃন্তে
কখনো উদ্যত বর্শা
কখনো বিহ্বল কানামাছি
কবি, যার অন্যনাম স্রষ্টা, যার মস্তিষ্কের রসায়নে
আলো অন্ধকার রঙ
টানেলে পিছল শ্যাওলা উদ্ভাসিত আলো
চিত্রগুলি
যন্ত্র-না প্রকৃতি, নাকি স্বয়ং ঈশ্বর
কারফিয়ু শহরে যেন ডাকাবুকো যুবকের মায়ের যন্ত্রণা
বধূর প্রতীক্ষা, নাকি
প্রেমিকের বুকে মাথা রেখে অন্য প্রেমিকের তপ্তশ্বাস শোনা

যুবতী হওয়ার মুখে বালিকার হয়ে ওঠা ক্রমে হয়ে ওঠা
পুরুষের যৌন প্রলয়ের ঝাঁকি, যেন
বিপ্লবের জয়ে লাল সৈন্যদের মৃত সহযোদ্ধাদের স্মৃতি-কথকথা
আপ্লুত কৃতজ্ঞ ভালোবাসা
ঘৃণা নির্মমতা

শব্দগুলি পঙ্‌ক্তিমালা অক্ষর অক্ষর
তেমনি সাজিয়ে যেতে
তেমনি বুকের মধ্যে
ঝঙ্কার টংকার ঝনৎকার
অথবা ছলাৎ কুহু কা-কা বা ক্রেঙ্কার

অথবা ফিসফাস জল হাওয়া মাটি

যেমন ত্রিকাল কয় বীজে

হায় হায় হাওয়া শেষ চৈত্রে আম জারুলের ডালে ছুঁয়ে দুপুরের স্বাদ

শেষরাতে উবু হয়ে মাঠের ওপারে গোল চাঁদ, ঘাসে

স্ফটিক শিশিরে দু-পা ভিজে

বাংলা দেশ

আমি সব বেদনা আনন্দগুলি

আমার মতন করে আলোকলতায় যেন বকুলহিজল

গেঁথে তুলি

হেঁটে যাই কাঁধে সাত পুরুষের স্বপ্ন ও সাধের ছেঁড়া ঝুলি

একা ধীর পায়ে

প্রথমবর্ষণ শেষে মাঠে উল্টে দেওয়া মাটি লাঙলের ফলার রেখায়,

কিংবা

জল শুষে হেসে ওঠা রুদ্রচণ্ড ডাঙায় বাষ্পের গন্ধে

স্নাত মনসা ঝোপে

কোমল বিদ্যুৎ নীল ফোটাবার জন্য রুক্ষ

ধ্যানী মমতায়

ওদিকে মাটির শ্যাম স্বপ্নগুলি

দাহ ও দাহিকা দীর্ঘকাল

কালো আর্দ্র জমে আছে

পুঞ্জ পুঞ্জ বুকের নিঃসীম খদে

ঘন ও নির্মম শান্ত মেঘ

এবং পাথরে মরচে-লালে সুখ শুয়ে আছে প্রান্তরে আকরে প্রতীক্ষায়

এবং মমতাগুলি বহে যায় নদীর বিস্তারে অবহেলায়

আমি সে দাহের দীক্ষা আকরে মেশাতে চাই

ইস্পাতে ধাতবে

আমি সে জলের ধ্যান চকিত ফুলের মতো
বিদ্যুতে বাহিত পেতে চাই
আমি জানতে চাই, কবে
উদ্যোগের বিস্ফোরণ হবে

শোকগুলি হাতের মুঠোয় বজ্র, আর
রাত্রিগুলি খাড়া শিরদাঁড়া হয়ে অদৃশ্য নেহাই
শব্দ বাজে ঠংঠং অশ্রুত অরবে
দিনগুলি ধারালো উদ্যত হতে চায়

মানুষ, কেমন তারা
সুন্দরবনের গুলো, কুমীর সাপের রাজ্যে
বাঘের সাম্রাজ্যে
যারা মধু কাটতে যায় ?

মানুষ কেমন তারা
হেইয়ো হো ঝড় না বানে
গেরাপি নোঙর টানে
কেমন বর্ষণে ধুয়ে ঝক ঝক
মুখের বুকের ত্বক, জ্বল জ্বল চোখের টর্চে
পদ্মা মেঘনা আড়িয়াল খাঁয়ের ঢেউয়ের তুঙ্গে
মেঘফাটা রৌদ্রের মমতা, কিংবা
বনবিবি, বদর বদর
দিনগুলি হাঁ-মুখে দক্ষিণ রায়
নদীর ভাঙনে একা অশ্বত্থ পিপুল কলাঝোপ
আম জাম বাঁশবনে ঘেরা চুপ
নিঃঝুম প্রশান্ত বাংলা ঘর

কেবল প্রভাত যেন ডেকে ওঠে বাছুরের সস্নেহ হাম্বায়

মানুষ, কেমন তারা

দশটার ট্রাফিকে যায় কলকাতায়

বাসের ঝুলন্ত বঁইচি ফল ?

এসো কবি ভাঙা দাওয়া সাপ ইঁদুরের থানে বোসো

ধ্বংস, কার ধ্বংস চাও, বলো ?

এসো কবি তালাবন্ধ কারখানায় দরজায় দরজায়

ছাঁটাই লে-অফে ঐ মানুষগুলির পাশে

গেট মিটিঙে বোসো

এসো কবি শহরের উপকণ্ঠে উদ্বাস্তু পাড়ায়

এক চিলতে উঠোনের

নীল বেগুনের ফুল ফলবান হয়ে ওঠা দেখো

এসো কবি বোসো কবি ঘরে ঘরে থাকো কবি

কিন্তু তুমি কার ঘরে

হতে চেয়েছিলে বন্ধু

সে ঘর কি ছিন্নমস্তা

তোমারি সাধের বাংলা দেশ

সিঁদুর ত্রিশূলে হয়ে যেখানে মা

গাজন ভৈরবী ?

ক্রমাগত স্বরস্পন্দে মূর্ছা যায় অধুনা চৌদিক

সকলের বাহুগুলি আয়ুর মালঞ্চে যেন

রজনীগন্ধার ঐক্য চায়

পিতৃ-পিতামহদের ধ্যানগুলি স্পর্শ করে নিঃশব্দে ললাট

কোথায় ললাট হা কপাল

বজ্ররেখ প্রভাতের ধীর পদপাতে

প্রতি পদপাতে

দিন কাপালিক—

রাত্রিগুলি স্ফীত পাল ঝিমঝিম মধ্য নদীধারায় চলেছে

তবু উষাগুলি যেন অনিদ্রায় রক্তচোখে
ফুলশয্যা ছেড়ে উঠে আসা গত রজনীর
শয্যার সম্রাট

এই সব উৎসগুলি এই সব পরিণতিগুলি
আমিও তো রেখে যাবো সন্ততির শিরা মজ্জা মাংসে অন্ধকার
তাই বলি
শুদ্ধ করো অরণিচয়ন
ধূম দাবানল অগ্নি তৎ সবিতুঃ বরেণ্যম জ্যোতি
বিভাসিত হও কবি
লোহার ছলছল তপ্ত ধাতব ধারায়
বাহু ও আয়ুর ঐক্যে
যেমন ফুল ও পাতা
কেবল সূর্যের দিকে যেতে চায় উদ্ভাসন চায়

আমি চাই
মানুষ উদ্ভিদ জীব জড় প্রকৃতিতে হোক
অন্য বাংলা
হা কপাল
অনন্য আরেক বাংলা দেশ ॥

লেনিনের কথা

নোনা ঢলের কাদায় শুয়ে ফসল বাদায়
রিক্ত চাষীর অশ্রু-না ঘাম মুচড়ে পাথার
এক হাঁটু জল ভাঙেন লেনিন, পায়ের পাতায়
কুমীর-কামট-কেউটে, হাঁকার দেয় ডোরাদার,

তীক্ষ্ণ শুলোয় হোগলা-হেঁতাল-বা বিষ কাঁটায়
দেহের পেশী শিউরে গলে পিছল পলি
মরণ, আ রে মৃত্যু, এমন জোয়ার ভাঁটায়
লাশবোনা ঘাস, গোখরো খোলে বিষের থলি-
হঠাৎ ঝড়ে উথাল পাতাল বুকের ডহর
ছলাৎ নোনা ছলাৎ প্রপাত ঘাই মেরে খুন
টকটকে লাল হঠাৎ সূর্যে নদীর নহর,
কেমন সে জল চোখের কাজল ঘুলিয়ে আগুন,

এমন দেশে, বাংলা দেশেই-তো হাল সাকিন
হাল ধ'রে নাও বাঁও-পাথারে লেনিন থাকেন।

গাঁইতি ফাটায় ব্যালাস্ট নুড়ি রেল লাইনে
হুস ট্রলি যায় লাল নিশানে, চিৎ শুয়ে রেল-
ঘটাং ডুলি মাল-কাটবার খদ গহিনে
শরীরে ঘাম চুঁইয়ে আরাম, মেশিনে তেল,
কেশবতীর রুক্ষ চুলে পাটছেঁড়া আঁশ
উড়ছে হাওয়ায় হাঁ-হাঁ শিখায় লাল লেলিহান,
হঠাৎ সবুজ চা-এর বাগে ঝুড়িতে ফাঁস—
মঞ্জরিত শ্যামল শোণিত শামলা খালান,
লেনিন হাঁটেন দেখেন এগোয় সুতোয় আগুন
লোকো-লেজারে-লিফটে-শিফটে বারুদখানায়
দুঃখ বুনছে নক্সিকাঁথায় মাটি ও নুন
কাটছে সময়, টানছে পোড়েন মাকুর টানা

এমন দেশে, বাংলা দেশেই-তো হাল সাকিন
মিছিল-মিটিং-বন্ধ্-ঘেরাও-এ লেনিন থাকেন!

ঐ চলেছেন ধাওড়া-গ্রামে-টাউনশিপে
বাদায় কাদায় জোত ভেড়িতে, নাগ-নাগিনী

তরাই মরাই সোঁদর বনে দখ্‌নে দ্বীপে
ঐতো তিনি সকাল, ঐতো সন্ধ্যা তিনি।
কেউ লেনিনের ফস দেশলাই ছুঁলেই সময়
ঢোল কাঁশিতে অট্টহাসি দ্রিমিক দ্রিমিক
বিজলী চিড়িক, উথাল ঢেউয়ে বুক, মনে হয়
কে আসছে তাই ওষ্ঠে আঙুল চুপ দশ দিক!
ঘুরছি ফিরছি দেখছি ঐ তো মায়ের কোলে
খেলছে বালক গোপাল লেনিন বুকের চূড়ায়
চোখ তুললেই জীবন-মৃত্যু পাপড়ি খোলে
চলছে জীবন চলছে মিছিল যায় মথুরায়,

এমন দেশে বাংলা দেশেই-তো হাল সাকিন
পাঞ্জা লড়তে স্বপ্ন গড়তে লেনিন থাকেন ॥

একলা একলা

বিদায় চাইতে না চাইতে ঘোর সন্ধ্যা হলো
পাংশু চাঁদের ভয় খাওয়া দূর শূন্য মাঠের
একলা একলা
বিদায় চাইতে না চাইতে দিন
না চাইতে রাত
একলা একলা
কপালের গোল সিঁদুর সূর্য্য এলোমেলো জটা
কাপালিক ভোর
ঢের পথ দূর
ঢের পথ যাই একলা একলা
একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি

লাল ও মেরুন থেকে ক্রমে নীল বরফ নীলায়

ফুলের চিবুকে হাত রাখতেই

টপ এক ফোঁটা

পাতায় দীঘল চোখ···

এক ফোঁটা

হা ভিয়েতনাম

বিলি দিতে চুলে হাওয়ার চিরুনি ফস দেশলাই

জ্বলছে বাগান, পুড়ছে আকাশ

বিশ্বভুবন—

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি ॥

প্রেম

অনিবার্য ফুল ছিল শেষঅঙ্কে উচ্ছ্বাস হাততালি

অনিবার্য মানুষের চোখে অভিষেক আশীর্বাদ

অথচ সহজ হতে না চেয়ে রমণী

অথচ সরল হতে না চেয়ে প্রেমিক

শিকড় জটার জড়াজড়ি নিয়ে পড়ে রইলো

সাপের জাঙ্গাল

পড়ে রইলো সিঁদুর ষষ্ঠীর সুতোবাঁধা ইচ্ছে

বেদের আস্তানা

দু রাত্রির তমিস্র বাসর

দু দিনের উনুনের ছাই

প্রেমিক, বয়স যায় ব্রীজের তলার জল

স্তম্ভে বিপ্রতীপ চাপে ঘূর্ণির ঘুরপাকে

রমণী, স্তনের শঙ্খে বুদ্বুদ ও ফেনা সূক্ষ্ম ভাঁজ

রঙীন শাড়ির পাল ঘন ঘন বাতাস বদলায়

তোমাদের সম্ভাবিত বাসরে আমিও রব

ছিলাম-বা আছি

ফুল ধূপ শানাই সৌরভ গন্ধসার

আলোর ঝকমক মালা মঙ্গলকলস

অনিবার্য সে কি ফুল

অনিবার্য সে কি মালা

অনিবার্য প্রণয় চুম্বন শয্যা আলিঙ্গন

একটি একটি দিনের তরঙ্গ ছুঁয়ে

নৌকোয় চলেছো ভিনগাঁয়ে কে, সংসার,

কেবল গোলুয়ে দোলে শাপলা সেউঁতি

কানে হাওয়া হি হি পালে টান, কে চলেছো

মানুষের কাছে যেতে, অরণ্যের, পর্বতের, প্রান্তরের

অনেক নিকটে যেতে

মনে হয়

ঘুরে ফিরে মনে হয়

সকলেই উত্তমর্ণ, কেবল আমারই দেনা বাড়ে

আমিও প্রেমিক হতে চেয়ে

রমণীকে শয্যায় শায়িত রেখে

নগ্ন অন্ধকারে যাই, সে-শিল্পিত ভাস্কর্য না দেখে

আমিও রমণীদের হাসি-অশ্রু-বেদনার শিশির শুকালে

ফেলে দিয়ে চলে যাই

পিষ্ট ফুল, ওলটানো বিছানা আর ঠা ঠা রৌদ্রে পাপড়ি পুং-কেশর

বেদের পুরানো ঝাঁপি, সাপ খেলানোর বাঁশি

অচেনা নদীর পাড়ে পিপুল তলায়

নিশিযাপনের সাক্ষ্যে ছাই

কতটা বিশ্বের জানি

না-তুষার, না-বালুকা ব্যাদিত সাহারা

অথবা ঝড়ের নখে কেমন সমুদ্রে ভাসে সামান্য মোচার খোলা

মানুষের খেলনা জাহাজ

অথবা নিকষ কালো শ্লেটে জ্বল জ্বল জ্যোতিপুঞ্জ নীহারিকাময় ব্যোমে

প্রবল নিঃসঙ্গ মহাকাশযাত্রী

কেমন সবুজ গ্রহ জানে

আমি অনিবার্য ফুল গলায় পরেছি একদিন

আমি অনিবার্য শঙ্খ হাতে বেঁধেছিলাম একদা

আমিও ছিলাম অন্য ঝড়ে

আমিও ছিলাম

সেই

সারাবেলা একা একা

অবেলায় একা একা

সারাবেলা বৃষ্টির বেলায় ভাঙা সুর

একা একা

বড় একা একা

ফুলগুলি তুলে দাও আমার দোলায়

আমি অগ্নি-ঘৃতে-মন্ত্রে শয্যায় তাহলে চলে যাই

মালাগুলি

শুকনো-তাজা একে একে পরাও আমাকে

স্বাহার আদরে শুয়ে থাকি

রহস্যলাঞ্ছন অগ্নিযমুনায় ব্রজের কানাই

অনিবার্য ফুল, অভিষেক গঙ্গা

উলুধ্বনি হাউই দোদোমা তুবড়ি ফানুস হাততালি
এরা সব
এখন পিপুলতলে তাঁবু-ভাঙা কারাভানে ভিন্ন গ্রামে যায়, যাই,

পিছে তিনটি ইটের উনুন, কালো ছাই ॥

উনিশ বছরে দুঃখ আনন্দ-বিষাদ

ক্ষমা কোরো, ভালোবাসা তেমন সহজ নয়
অথচ যে ভালোবাসে, প্রেম যার রক্তের বিষয়—
কোথায় অচেনা গ্রাম পানাপুকুরের ঠাসা জেদী সজীবতা
বাঁশের আড়ায় কোস্টা স্বর্ণকেশদাম
দু-পাশে বিপুল ডানা উপুর টিনের চালা, খোড়ো শিরদাঁড়া
তারই মধ্যে লুকোচুবি মৃত্যু ও জীবনে খেলতে
চলে গেল তরুণ ইদ্রিস

ক্ষমা কোরো ভালোবাসা
সব কবিতার মধ্যে ঘুরে-ফিরে আসে বাংলাদেশ
তারই ডালে পানকৌড়ি মাছরাঙা, কালোমেঘে বিদ্যুৎরেখায় শাদা বক
তারই ফুল, হেলঞ্চ কচুরিপানা শাপলা কুশ কাশ
খালের ঘাড়ের পরে ঝুঁকে পড়া মাদাব-খোকসার ডালে অলস ধুঁধুল
এমন বর্ষণদিনে কোমরে লুঙ্গির শক্ত কষি, গায়ে টুটাফাটা গেঞ্জি
পিঠে বোঁচকা ও রাইফেল
সবুজ স্বদেশে কোন অচেনা গ্রামের পথে
মৃত্যুর সামান্য আগে পাটপচা জলে মুখ থুবড়ে পড়ে
মাতৃভূমি পাবে বলে
চলে গেল উনিশ বছর

অথচ আমার দিনরাত্রিগুলি চৌরাস্তার বাঁকে রয়
নিরবধি পথ অন্বেষণ আজো যাওয়া না যাওয়ায়

অথচ আমার অবহেলা হয়ে উড়ে যায় উচ্ছিষ্ট আকুল হস্তে
দমকা শালপাতা প্রেম যৌবনের দিনগুলি হাওয়ায় হাওয়ায়

চোখবন্ধ করে শুনি হাউই ছিটোনো রক্তে রিনরিন
প্রথম চুম্বনে ভেজা ঠোঁটের দিগন্তে বৃষ্টিপ'ত
বুকের ভিতরে আনচান করে কখনো উন্মাদ ঝড়
কখনো বেদনাময় বিষাদ নির্ঝর

আমাদেরো দিন গেল
ছিলো কবে উনিশ বছর

প্রতিবেশীদরজা-জানলা বন্ধ হয়ে গেলে
পথচারীদেব দ্রুত পদপাত দিগ্বিদিকে অন্ধ হয়ে গেলে
তৃষ্ণায় বিকৃত বাঁকা ওষ্ঠাধর রক্তমাখা শব
আমাদের এ-বাংলায় নধর দামাল নষ্ট উনিশ বছর,
প্রথম বৃষ্টিতে ভেজা পার্কের হলুদ ঘাসে আবার কলকাতা হয়ে হঠাৎ
সবুজ বিস্ফোরণ
ললিত নারীব প্রেমে ধুয়ে যায় উচ্ছ্বসিত মজাড্রেনে ঝিকিমিক নহর

হারে অকৃতজ্ঞ স্মৃতি আমার যৌবন
আ রে অকৃতার্থ প্রীতি আমার জীবন
উনিশ বছরগুলি চতুর্দিকে ঝরে যায়
না, বকুল ফুল নয়, মাঠের কাদায় রঙ পালটে দেয়
লাল থেকে শুকনো রক্তে কালচে ছোপে ছেঁড়াখোঁড়া বিজয়কেতন
ক্ষুধিত শহর
লক্ষ জিহ্বা স্বাদ নেয়
লক্ষ দাঁত ছিঁড়ে খায় উনিশ বছর

দিনরাত্রি ঘুরে যায় সংবাদপত্রের দাঁতে ঠাসা শব্দ-বিজ্ঞাপনে
অদৃশ্য রোটারি হয়ে নিঃসংবাদ অক্ষর···অক্ষর ॥

আমিও ছিলাম

আমিও ছিলাম তখনো এ মাঠে এই জ্যোৎস্নায়
ছিলাম রক্তে নদীর ভাঙনে ঘাসের শিকড়ে
ছিলাম মাটিতে চূর্ণ পাথরে কণায় কণায়,
ছিলাম তারায়, আলোর স্পন্দ্যে, খোড়ো মেঠো ঘরে
শুধিয়ো না নাম, হাজার নামেরই হদিশ দিলাম
ছিলাম কিন্তু ছিলাম অথচ ছিলামই ছিলাম।

আমি মাঝে মাঝে চোখ মুদে দেখি বিপুল নদীর
শিয়রে ঘুমায় জ্যোৎস্নায় গ্রাম গাছপালা মাঠ,
হঠাৎ ঘাটের জলেব ছলকে কখন অধীব
ভাটিয়ালি বুকে চিড় দিয়ে ভাঙে বধিব কবাট,
ট্রামেব চাকায় শির শির পাখিপাখালিব নাম
তারের ঝিলিকে নীল বিদ্যুতে রয়েছি, ছিলাম

এই বাংলার দুধের ঝিনুকে বাটি, কাদামাটি
স্বাদে জানা হলো, ঝরাপাতা পায়ে বনের নূপুর
কি-ফুল, কি ফুল বনচাড়াল কী, ভাটি না দোপাটি
ঘু-ঘু-ঘু ঘু-ঘু-ঘু মধ্য দুপুর মধ্য দুপুর
ধীরে জমে রস টুপটাপ আয়ু সময়ের দাম
ভুলিনি ছিলাম, ভুলোনা ছিলাম, আমিও ছিলাম

শুনি খটাখট তাঁতে মাকু নাচে পোড়েন না টানা
শন্ শন্ চাকা পাতিল সবায় নক্সা নানান
ঠঙা ঠঙ ঠঙ কামারশালায়, রূপশালী ভানা,
পটুয়ার রঙ, পড়োব আলতো মিষ্টি বানান,
নীল পাখি, সোলা মাটির পুতুলে এই ব্রজধাম
আমার বাংলা, এখনো রয়েছি আগেও ছিলাম

এখন চলেছি কোথায়.কোথায় হে আয়ু, জীবন,
সে কোন্ স্বদেশে রক্তে ও ঘামে বর্শা শানাই
চলেছ দুঃখ চলেছ বিজয় আঁচে গনগন
বুকের নেহাইয়ে রোজ সংঘাতে প্রতিমা বানাই।
কে হাঁকছে দর, কে ডাকছে তার নিলাম,
আমি বলি, আছি প্রতিরোধে, রবো যেমন ছিলাম

প্রশ্নগুলি

আমার নিজেরই আছে ঢের প্রশ্ন খোঁচামারা নিজেরই নিকটে—
অথচ পাঁক ও বাঁক, উঁচুনীচু, অমসৃণ, খানাখন্দে পথে
আমাকেও হাঁটতে চলতে হয়, প্রশ্ন জুতোয় পেরেক ওঠা এবং হোঁচটে ,
নিয়মসর্বস্ব সূর্যদেব যান তখনি কি সুশৃঙ্খল সাত ঘোড়ার রথে !

গাছ ঘাসপালায় মোড়া গর্তমুখ, কিন্তু নীচে প্রতীক্ষায় থাকে
বর্শা ছুরি বল্লমের ধাতব ক্ষুধিত ঈর্ষা হৃদপিণ্ডের দিকে,
অথচ যে-তুমি বাঘ, বাজন, তোমারই আছে দাপট, হাঁকার, চোরা ডাকে
জন্মমৃত্যু খেলা করে, হিংসা ও অহিংসা দোল খায় রক্তে ফেনিল নিরিখে।

কিন্তু সেই প্রশ্নগুলি, সেই খড়্গচিহ্নে চতুর্দিকের ঝক্‌মক্ তীব্র চোখ ?
অথচ ডাকের সাজে দিন আসে, রাত্রিতে ভাসান শোভাযাত্রা যায় বোতলে
বেতাল, ধুম ঠাসা,
ধুনুচি নৃত্যের ঘোরে মিছিল-মিছিল, জলে ঝাপ্তায় তবক, ধ্বনি গর্জনে ঝলক,
কিন্তু সেই প্রশ্নগুলি, আ রে বুকজোড়া আশা দুর্বাশাপ্রতিম ভালোবাসা
দোলাও উল্লোল মুঠি তাথৈ তাথৈ হয়ে মিছিলে নায়ক সেই নির্বিষ সাপের
চক্রপাটে

প্রশ্নগুলি প্রশ্নগুলি এখনও উদ্যত জিহ্বা রক্তচাটে, অশ্রুস্বেদে হাঁটে ॥

বুকের গোপন তলে

বুকের গোপন তলে ঘুরে নামে ঘোরানো সিঁড়িটি
রেলিঙে শীতল লোহা পা কাঁপা
গভীরে ও কে নামো
গভীরে কোমল ঠাণ্ডা নাকি লাভা
নিস্তার নিপাত

নাকি
শ্যাওলায় পিছল শুধু
পতনে পতন অপঘাত

ঘন হয়ে কোন মুখ কার মুখ কোমলে দর্পণ
হায় মুখ তুমি দূর   কত দূর   বিজন তারকা
ঘোর অমাবস্যাপারে উত্তর আকাশে স্থির দাগ

ব্রীজের লোহায় নড়ে শৃঙ্খলায় চাকার চিক্কনী
দোলাও মৃত্যুর রঙ্গ দোলাও জলের অন্ধকার
স্টীমারের সার্চলাইটে হঠাৎ ঝলকে মধ্যরাতে গঞ্জ বাড়ি দেবালয়
ধরা দিয়ে সরে যায় সিগন্যালের লাল শূন্যতায়

হায় প্রবাসীর ঘরে প্রতীক্ষ বধূটি ঐ নীচে
ধীরে ধীরে ঘুর পায়ে কে নামো
কে মরণ আমার ?

পরিণাম

নিঃসহায়

চক্ষের সম্মুখে ধীরে একে একে

পর্দা সরে যায়

হাওয়ায় সমুদ্র ফাটে বিদ্যুতে শেকালি

কিংবা

অন্ধকার বনপথে

ক্ষুধিত চিতার লাফ

দাঁতে রক্ত

বয়সের বল্গা খসে যায় হাতে

ঘোড়সওয়ারেরও

একেক তরঙ্গে বড় রোল

বুকে ঘন ঝাউয়ের শমশমে বালিয়াড়ি

ঝপাস যেন-বা মধ্যরাত

মজাবিলে গুলি খাওয়া টিল

লোনা কী হাওয়ায়, নাকী অশ্রুপাতে—

নাকী দীর্ঘ নিরবতা

নিরবধি

জোতিচ্ছক্তিহীন

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাবহ ক্লান্ত দেহ

গ্যালাক্টিক ধুলা, চূর্ণ ছাই ?

বধূ তোর

ফিতা সরছে, ঝরে পড়ছে ধ্বনি,
নৃত্যপর বিদ্যুতে আঙুল,
মুক্ত হয়ে অন্ধ কয়লাখনি
শব্দে ফুল্‌কি, ফার্নেসের ফুল।
চূর্ণ রোদে দুকানে ঝিলিক
বহে যায় দ্রুত দ্বিপ্রহর
চতুর্দিকে বজ্রের দ্রিমিক,
রৌদ্রপাত, গুন গুন ভ্রমর।

হাওয়ায় উদাস পর্দা ওড়ে
শতাব্দীঅতীত কোন ক্ষণে
বাংলার বধূটি, মনে পড়ে,
মধ্যদিনে নক্সিকাঁথা বোনে।
নববধূ, রক্তিমায় সিঁথি,
শান্ত রোদ পায়ের উপরে,
দুপুরে দূরের ঝাউবীথি
হাওয়ার আলস্যে খেলা করে।

বধূ তোর বেলা বহে যায়
দীর্ঘ শিসে কলে আসে জল
বাড়ি ফেরা ট্রামের সন্ধ্যায়
উল্লসিত ঘাটের ছল ছল।
বধূ, তোর নখে স্থূঁচ গাঁথা
শব্দ নাচে অক্ষরের দাঁড়ে
পরতে পরতে নক্সিকাঁথা
খুলে যায় টাইপরাইটারে।

প্রকৃতিতেও

মূর্চ্ছা গেল দিনরাত্রি পরম্পরা কারফিয়্যু হরতাল,
—গুর গুর গুরুম বজ্র, চিক ঝিলিক দ্রিমিক বিজলী
প্রবল হিস হিস ফণা, যেন ঘিরে আকাশ পাতাল
ক্ষুব্ধ শোভাযাত্রা যায়, আলোছায়া ব্যেপে রাস্তা গলি
কল কল বহুধা স্রোত, ছাদ, চালা, নর্দমা-নালায়—
কোথায়-বা ছিল এই প্রেতপুঞ্জ, চলেছে—এবং
সমুদ্র-গর্জায় যেন বিশ্বপ্লাবী স্ফুরণে, পালায়
অভিশাপ বা মারণ উচাটনী সঙ বা ভড়ং।

জানি কি, কখন কারা বলেছিল প্রকৃতিস্বরূপে
বিশ্বনিখিলেরও আছে অস্তিত্বের উদ্ভাসন, ভাষা,
এবং যদিও রয় চতুর্দিশে সন্ত্রাস, চাবুক—
গাছগুলি ঝাঁকড়া চুলে আলুথালু, ফুৎকার বিদ্রূপে
ছপাস—মিছিলে যায়, চলে যায়—হায় রে দুরাশা
প্রতিরোধে, তবু ভরে দিতে চায় পায়রার বুক॥

বিষ, শঙ্খবিষ

উত্থিত তর্জনী বাধা সিদ্ধান্তবাগীশ নাকি কু-তর্কবাগীশ,
অবশ্য অন্যেরা এই দুঃসময়ে, নাকি সুসময়ে কোনো পথই খুঁজতে চায়—
আকাশে অতন্দ্র নীল, সমুদ্রেও, এমন-কি ফুলের মুখেও ঠাসা
মধুভ্রমে বিষ,
দিনরাত্রিতে মেলে ধরা খোলা বুক অসহায় ভাঙা, চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে
ফেনার বারুদস্ফুর ইচ্ছার হামলায়।

পিতৃ-পিতামহদের আবেগ-উল্লাসবহ গাঁদাফুল, কুর্চি কলমী
পানা-ইত্যাকার নিয়ে ঘূর্ণি হয়ে চলে যায় দুরন্ত শোণিত
যেন আক্রমণমুখী বাহিনীর নিত্যসঙ্গী উচ্ছ্রিত ধূলায় ট্যাঙ্কে ফিতা
যেন সাইট-এর উঁচু নীচু জমি দুরমুস, ধুলার গুচ্ছ
বুলডোজারে ওড়ে, ক্রমে মর্টারে কংক্রিটে গাঁথনি হয়ে শক্ত ভিত
কিংবা সেই স্রোতোধারা বহে যায় বংশযাত্রা হয়ে দুঃখ যন্ত্রণার পুঞ্জ,
একা রাত্রির রানার, বর্শা ফলকে ঝুমঝুম যার
জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্বগুঞ্জরণে অস্থির কবিতা।

প্রত্ন. পুরাতন দুর্গ গুঁড়ো হয়, আরো হবে, গাঁইতি শাবলের চাড়ে
উল্টে ছিটকে পড়ে ছ্যাতলা পড়া ইঁট, শ্যাওলা-নোনা দাগ
কোথাও-বা বন হবে···উপবন, কুঞ্জ, পার্ক···কোথাও কেয়ারী
কোথাও প্রেমিক তার প্রেমিকার চোখের ঝিনুকে দেখবে
আদিগন্ত ফেনোচ্ছল আকাশ-সমুদ্রে একাকার আর
অনাদ্যন্ত শস্য ও সন্তান

আমি নতমুখে কালো পিচ-চটা পথে হাঁটি জনারণ্যে কেন-যে উদ্‌ভ্রান্ত
আর খাঁচায় চনমন বন্দী বাঘ
আঁচড়ায় খামচায়, এই বুকের পাঁজরার শিক কামড়ায়, সে দুঃখে আমি
মাঝেমধ্যে বলি ওরে বাঘ এতো সবই নকলনবীশী বাড়াবাড়ি
গলায় আঙটার দাগ কেটে বসছে বলে এতো দুঃখ কেন ?
সবই হবে, হতে হবে, কেবল সামান্য ঢিল
আপাতত করা ভালো লোহার শিকলে শক্তটান ॥

স্বাভাবিক কবিদেরও.

আপাত অস্বস্তিকর, কিন্তু সবই স্বাভাবিক, স্বাভাবিকতর
ঐ যুবজনতার তপ্তমুখ, ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ ওরা বজ্রহাতে
প্রাত্যহিকতার বৃত্ত চূর্ণ করতে রক্তচাপে বয়সের জ্বর
প্রত্যঙ্গে বেঁধেছে। কিন্তু হিংস্র দিন কামড়ে ধরে ঘাড়ে তীক্ষ্ণ দাঁতে।

সময় চলেছে, যায়, নিরবধি জনারণ্যে স্বাভাবিক শিকারসন্ধানে :
আমিও শিকার হয়ে, দাঁতে ঝুলে পিষ্ট হয়ে হজম হয়েছি শেষে বলে
ঘৃণা ও বিদ্বেষহীন মুখে দেখি, চেয়ে থাকি, কিন্তু জানি এখনি বাগানে
ফুলগুলি রক্তমুখ ফুটে উঠছে, ফুলগুলি ঝরে যায়, ফের পাপড়ি খোলে।

তরুণী, তোমারও ঠোঁটে যে মধুর তাপ ওম দাহ কিংবা জ্বালা
সে আমার ঢের জানা, কেবল তা দিনবদলে রঙই বদ্‌লে ধরে—
তেমনি দেহের মধ্যে সমুদ্রে যোচড়ায় চাঁদ আলস্যজোয়ার,
এবং তরুণ কবি ক্ষিপ্ত, গাঁথে লোভে ও হিংসায় বিষমালা,
ঋতু ও মাসের দাঁত সেলাই কলের মত অক্ষরেব সূঁচে ওঠে পড়ে

অথচ কবির কাজ অন্য কিছু। যুবকেরও। ছায়াযুদ্ধে দিন যায়,
অশ্বারোহী, হা ঘোড় সওয়ার ॥

অন্য ঘরে যেতে যেতে

যেন কচি পড়ুয়ার জিহ্বায় আড়ষ্ট শব্দ, কিন্তু মিষ্টি ধ্বনিপুঞ্জ
জলের প্রবাহ এসে উচ্ছ্বাসে ফাটায় ফেনা, পাথরে বোল্ডারে
সেইমত দিনগুলি হাঁটি হাঁটি পায়ে চলা ছাড়ে, দ্রুত ছুট দেয়

উদাস আকাশ
শাদা কাশফুল ক্রমে নুয়ে যায় নিঃসঙ্গ শাপলার দিকে
থিরথির হাওয়ার ঢেউ কচি শামলা ঢাল ঢাল পাতায় ঢলে যায়
ফিঙে ওড়ে. টি-টি টিয়া
হঠাৎ মেঘের ফাঁকে চিকন হলুদ রোদ
খড়ের পালায় পিছলে যায়

এমনই প্রসন্ন শান্তি, ডোবা উপছে পড়া জলে
বারান্দার পাশে ঘাট, ঘাটে বাঁধা ডিঙি
ন্যাংটো খোকা পাটসোলায় একা বঁড়শি বায়
হাঁসীর উচ্ছ্বাস, গলাভাঙা হাঁস, কচি বউ
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘড়া মাজে

আ উদার আ প্রসন্ন
পাট ভেজা জলে কটু গন্ধ, দূর মাঠে মাঠে আয় আহায় আয়

অন্য কোনো বাংলা দেশে এরা ছিল, আছে, থেকে যায়
হয়তো ঢের দীর্ঘকাল আমারও অদৃশ্যে রয়ে যাবে
নদীর নির্জনস্রোতে, বিলের কলমীতে
কড়চা ক্ষেতে, ভেসোলের জালে,

কত দিন সঙ্গীহীন শূন্যতায় একা বেঁচে আছি
যে সব কুসুমপ্রায় মুখ ছিল, আমার অজানতে তারা
তুবড়ে যায়, ভাঙা গাল, ব্রণখিন্ন

ঢল ঢল চোখের কোল ম্লান বসে যায়
নদীগুলি টলতে টলতে ক্লান্ত পায়ে
ভাঙার থরায় আছড়ে মরে

সাঁজালের সৌদাগন্ধ হেলঞ্চে বেগুনি ঝুমকো, পাখালির কিচিমিচি
সব ব্যাগে ভরে আমি
দিনের বিক্রির শেষে ফিরে যাচ্ছি খাঁ খাঁ শূন্য ঘরে ।।

করতলে রুদ্র

সকলেরই হাতের মুঠোয় সূর্য থাকে
অথচ হা কে-বা জানতে চায়
যেমন বালিকা কবে জানে না যুবতী হয়ে ওঠে
যেমন জানে না বীজ কোন জ্বালা ফুল হয়ে ফোটে
ছল ছল নদীর জল বহে যায়
ছল ছল নদীর জল অবিরল
তবু
নদী জানে নাকি কবে কোন চাপ
টার্বাইনে বিদ্যুৎ নাচায় ?

এই সব দিনরাত্রি নিয়ত মুঠোয় ধরা আছে
যেন পয়সা ট্রামের টিকিট
হাতের মুঠো না খুললে জানা যায় না
ফড়িং না লঙ্কাজবা কীট না গ্র্যানিট
স্মৃতি না নিশ্চিতি নাকি
পার্থেনন আলহামরা
অরোরা ক্রুজার শীত প্রাসাদ

অথচ সবারই হাতে দিনগুলি
মুঠো খুললে দিনগুলি
ঝমঝম ছলছল দিনগুলি

কীনাঙ্ক কর্কশে নাকি ভাঙা আয়ুরেখা আর্দ্র ঘাম
অথচ কে জানে হাতে সূর্য ওঠে
সূর্য ডোবে
ভাস্বর মার্তণ্ড ইত্যাকার যার নাম

যেমন বুকের মধ্যে সবারই বাগান থাকে
কিন্তু সে বাগানে ঠিক চারাগুলি ডাঁটো হয়ে
ওঠেনি ওঠেনা
অথচ সবাই চাই প্রতিশ্রুতি পরিণতি
কিন্তু জল সার বীজ ঋতু পার হলে ফুল
ফোটেনি ফোটে না
অথচ সবাই মালী
অথচ সবাই নিজ সংসারের রাজা
অথবা রাজাই হতে চায়

কারো ঠিক জানা নেই তবু হাতে অজানতেই
সূর্যই নাচায়

ফুলগুলি
দিনগুলি
কাঁচা রোদ কচি যুবতীর ডাঁসা পেয়ারা চিবুকে খেলা করে
অথবা প্রথম আত্মসচেতন যুবকের
লক্ষ্যবেধে পাঞ্চালে অর্জুন পরবাসী
না দেখা অপাঙ্গ যেন তরুণীরও সারঙ্গ ত্রস্ততা

মাঝে মাঝে সূর্যগুলি দারুণ ধমক
মন্দির মসজিদ গীর্জা স্বর্গ ও সংসার টলে পড়ে
রাস্তাগুলি বাঁকা টান টান শুয়ে গাণ্ডীব যেন-বা
রাস্তার প্রতিটি ল্যাম্পপোস্ট বা ট্রাফিক দ্বীপ

বেঁকে যায় দেবে যায়
হাতের ট্রিগার

সূর্যগুলি সূর্যগুলি কেমন অদৃশ্য হয়ে থাকে তবু
বিভাস চাঁদের হয়ে মুখ রক্তচ্ছটায় চন্দ্রিম
সে জ্যোৎস্না ধবলে দিনগুলি যেন প্লাবনবিথারে স্বপ্ন
ছায়া ছায়া রহস্যে উদ্ভাস
সে জ্যোৎস্নায় রক্তপাতে ভরাপানশি তামসী জাহাজ ইতিহাস
উড়ে যায় অবহেলা টান পোল প্রপেলারে
চলছলচ্ছলাৎ

সূর্যগুলি এইবার তাহলে জ্বলুক, আমি
দিনগুলি তুলে নিয়ে যাই কাঁধে বাউল ঝুলিতে
আকাশ ও মেঘে ও-কী জলদর্চি
শতরঙ্গ তালি ও রিফুর

একা যাই
একা একা

হে সূর্য হে পাবক পাপঘ্ন
ওহে জবাকুসুম সঙ্কাশদাহ
করতলে রুদ্র

সূর্যগুলি ।।

বিষণ্ণ শহীদ

আঠারো দিনের যুদ্ধ. অক্ষৌহিণীবাহিণীর নিঃশেষ বিদায়
অথচ সে বেদনায় এবং বিষাদে কিংবা আনন্দের রঙ্গস্থলে কে এক তরুণ

মাঝেমধ্যে মনে হয় অভিমন্যু করুণ চরিত্র, যেন ব্যর্থ ঝরে যায়
ফলহীন কুসুমপ্রসব, যেন নবারুণ প্রাগ্‌ষায় রক্তমাখা খুন—
না হয় পুত্রই, নবজন্মে পরীক্ষিৎ রাজা সসাগরা ভারতভূমির
না হয় রাজার পাপ ক্ষালনের প্রয়োজনে মহাভারতের প্রস্তাবনা
অথচ হে অভিমন্যু, অনভিপ্রেত হে প্রেত তারুণ্য, কে আর আজ
স্বদেশের পাপের খণ্ডনে চায় মহাভারতের অন্য দায়
এখনো প্রতীক্ষা করে রণক্ষেত্রে বিশ্বরূপ ব্যাখ্যায় অনাদি·

চতুর্দিকে ঘিরে থাকে কাশীপুর বরানগরের রক্তজবা
কোন্নগর এবং ইত্যাদি
চতুর্দিকে ঘিরে আসে সপ্তরথী বহরমপুর কৃষ্ণনগর মেদিনীপুর
পাথর-কংক্রিটে জয়দ্রথ রয় প্রতীক্ষায়, হিংস্র ও নির্মম
অভিমন্যু, ব্যূহ প্রবেশের তুমি কৌশল শিখেছ
কিন্তু বেরোবার পথ শিখেও শিখলেনা
অথচ তোমার জানা সমুদ্রের হ্রেষা, ঘন অরণ্যের বৃংহন, ঝড়ের ক্রোধ,
বৃষ্টির চাবুকে দ্রুত বন্যার অশ্বের ক্ষুরপাত

যথা ধর্ম তথা জয়···আশীর্বাদ করেছেন জন্মান্ধের স্বেচ্ছাঅন্ধ বধূ
বিপ্লবগর্ভিনী সুভদ্রার ছিল আলস্যমন্থর নিদ্রা, হায় জাগরণ···
অপরিপুষ্টির কানে প্রবেশের বীজমন্ত্র অন্ধ উগ্র আক্রমণ শুধু
অথচ জীবন হয় যৌবনের পুষ্পপুঞ্জরহিত মৃত্তিকান্তরে নিষ্ফল মরণ
ভাসাতে আদেশ দেয় বিদ্যুৎবিক্ষত ক্ষুব্ধ নদীবক্ষে টলমল তরণী

অথচ হালের কাছে মাঝি নেই, পালের রজ্জুও ছিন্ন

হায়, এ-ও আমাদের অর্ধপক্ক বিপ্লবের ব্রত

…নিদ্রা যাও, নিদ্রা যাও, আলস্যমন্থর নারী রাজেন্দ্রঘরণী

মৃত্যু জীবিতের কানে প্রেমের মতন অর্ধস্ফুট শব্দ

নদীর দোলায় নৌকা, অভিজ্ঞতা বেদনায়

মুখে-বুকে নিষ্করুণ সময়ের ক্ষত…

চতুর্দিকে সপ্তরথী

অর্জুন হা পিতা ফেরে অন্য রণাঙ্গনে একা বীভৎস্য ও সব্যসাচী

…যেন গূঢ় নির্বাসনে, সংসপ্তকবেধী রথারূঢ়

মাতুলবাহিনী নারায়ণী স্থির সশস্ত্র প্রাচীব, হস্তারক

…বিপ্লবগর্ভিণী ছিলে কখন সুভদ্রা, কবে বীর্যশুল্কা হয়েছিলে,

এখন জীবন শুধু মূর্চ্ছাহত শোক

এখন নশ্বর ধানগুলি ঐ প্রথমবর্ষায় হেসে, বন্যার আক্রোশে ডুবে যায়

এখন মাঠের অভিমন্যুরাও জীবনকে জয় করে

শবের বিলাসে ভাসে আলে

আদিবাসী চাষী ভাঙা দাওয়ায় কপালে হাত দেখে…দেখে…

জীবন হে, কোথায় পালালে

আকাশে কখন হেলিকপ্টারে পবনরথে সরেজমিন তদন্তে চলেন মহারাণী

লক্ষ লক্ষ হাঘরে উদ্বাস্তু ঊর্ধ্ববাহু

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেন সংস্থিতা নমোস্তস্যৈ…নমোস্তস্যৈ

অভিমন্যু, তোকে আজ মনে হয় আমারই আরেক জন্ম, অকৃতার্থ

বিপ্লবগর্ভিনী মা-র আলস্যনিদ্রার এক বিষাদ শহীদ॥